হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।
কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।
কোরান শরীফ, সুরা আন্ফাল্।

পাক্ষিক

আহমদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮ | অষ্টম বর্ষ | দ্বাবিংশ সংখ্যা

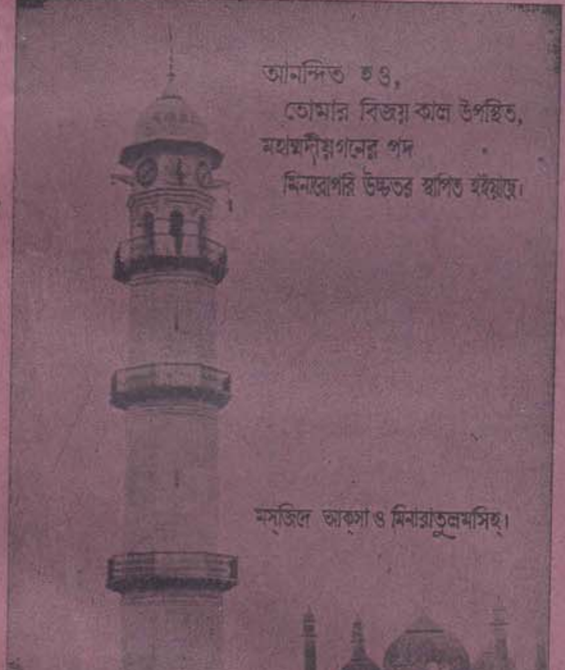

(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্ত্তমানকালে আল্লাহ্তা'লা ইস্লামের উন্নতি আমার সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মের উন্নতি সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংবদ্ধ করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে, সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্ত্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)।

সম্পাদক—আবদুর রহমান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ৩৲ | প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রবন্ধসূচী

দোয়া ৫০৯
অমৃত বাণী ৫১০
ঈদুল-ফেতর (কবিতা) ... ৫৩০
খেলাফত জুবিলী ফাণ্ড ... ৫১১—১২
তাহরিক জদীদের দ্বিতীয় পর্যায়—
পঞ্চম বর্ষের ঘোষণা ... ৫১৩—২৩
প্রকৃত ঈদ ... ... ৫২৪—২৬
জগৎ আমাদের ... ... ৫২৭—৩০

কাদীয়ানে

বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মহা-সম্মিলনী

অষ্ট চত্বারিংশ অধিবেশন

২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর

সকল সত্যানুসন্ধিৎসু ভ্রাতাভগ্নিগণের জন্য ধর্ম-পিপাসা নিবৃত্তি করিবার সুবর্ণ সুযোগ

যোগদান করুন ও পুণ্য সঞ্চয় করুন।

নফল রোজা! নফল রোজা!!

রমজানের পর পুনরায় সাত দিবস

প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার

রোজা রাখুন ও সিলসিলার উন্নতির জন্য দোয়া করুন

হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্ সানি (আইঃ) রমজানের পর পুনরায় সাতদিবস প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখিয়া দোয়া করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। কাদীয়ান শরীফে এই রোজা ২৮শে নবেম্বর হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের অনেকের পক্ষেই বোধ হয় ২৮শে নবেম্বর হইতে এই রোজা আরম্ভ করা সম্ভবপর হয় নাই। যাহাহউক, এই সংবাদ পৌঁছামাত্র তৎপরবর্ত্তী সোম বা বৃহস্পতিবার হইতে প্রত্যেকেই এই রোজা রাখিতে আরম্ভ করুন।

পাক্ষিক

অষ্টম বর্ষ | ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮ | দ্বাবিংশ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দোয়া

[হজরত রসুল করীমের (সাঃ) হাদিস হইতে *]

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي *

اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت —

خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمى وعصبى —

اللهم ربنا لك الحمد ملا السموت وملا الارض

وملا ما شئت من شىء بعد اهل الثناء والمجد

احق ما قال العبد وكلنا عبد *

اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت

ولا ينفع ذا الجد منك الجد *

বঙ্গানুবাদ—হে আল্লাহ, প্রভো মোদের! তুমি অতি মহান, পবিত্র এবং সর্ব্ব প্রশংসার অধিকারী, হে আল্লাহ্ তুমি আমায় ক্ষমা কর!

হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রতি ঝুকিয়াছি, তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি এবং তোমার আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি। আমার কর্ণ, আমার চক্ষু, আমার মস্তিষ্ক, আমার অস্থি-মজ্জা ও মাংস সবই তোমার প্রেমে বিগলিত এবং তোমার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।

হে আল্লাহ্ 'রাব' আমাদের! আকাশ ভরিয়া তোমার প্রশংসা, দুনিয়া ভরিয়া তোমার প্রশংসা, এতদ্ব্যতীত আর যাহা কিছু তুমি সৃষ্টি করিয়াছ, তৎসমুদয় ভরিয়া তোমার প্রশংসা! তুমি ধন্যবাদ ও গৌরবের অধিকারী; তোমার প্রেমিক যাহা কিছু বলিয়াছে তৎসমুদয়েরই তুমি অধিকারী। হে প্রভো! আমরা সবই তোমার দাস ও প্রেমিক।

হে আল্লাহ্, তুমি যাহা দান কর তাহা কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না এবং তুমি যাহা প্রতিরোধ কর তাহা কেহ দান করিতে পারে না এবং কোন ধনীর ধন তাহাকে তোমার আজাব হইতে রক্ষা করিতে পারে না।

---

* এই দোয়াটি হজরত রসুল করীম (সাঃ) নামাজে রুকুতে পাঠ করিতেন—সঃ আঃ

অমৃত বাণী

[হজরত মসিহ মাউদ (আঃ)]

প্রকৃত আহমদী কে

নিশ্চয় স্মরণ রাখিও, সেই দিন আসিতেছে, বরং অতি সন্নিকট যখন শত্রু বিষণ্ণ-বদন হইবে এবং বন্ধুগণ অতি প্রফুল্ল হইবেন। বন্ধু কে? যিনি নিদর্শন দেখিবার পূর্ব্বেই আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যিনি স্বীয় প্রাণ, ধন ও সম্মান এমন ভাবে বিলাইয়া দিয়াছেন যে, মনে হয় যেন সহস্র সহস্র নিদর্শন দেখিয়াছেন, তিনিই আমার বন্ধু। এরূপ লোকই আমার জমাত-ভুক্ত এবং এরূপ লোকই আমার। খোদাতা'লার 'রহমত' তাঁহাদের উপর বর্ষিত হউক, যাঁহারা আমাকে একা পাইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন এবং আমাকে বিমর্ষ দেখিয়া আমার দুঃখ দূর করিয়াছিলেন এবং অপরিচিত হইয়া পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। নিদর্শন দেখার পর যদি কেহ আমাকে গ্রহণ করে তবে তাহাতে আমারই বা লাভ কি, এবং তাহারই বা পুরস্কার কি এবং খোদাতা'লার দরগাহেই বা তাহার মর্য্যাদা কি? প্রকৃত পক্ষে তাঁহারাই আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন যাঁহারা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমাকে দেখিয়াছেন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সহিত আমার কথাগুলি বিবেচনা করিয়াছেন, আমার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, আমার বাণী শুনিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন। খোদাতা'লাও তাঁহাদের চেষ্টার পরিমাণে তাঁহাদের হৃদয়-মন উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারা আমার সাথী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারই আমার সাথী যাঁহারা আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য স্বীয় ইচ্ছা পরিহার করিয়াছেন এবং নিজ প্রবৃত্তিকে দমন ও শাসন করিবার জন্য আমাকে হাকেম করিয়া আমার অনুবর্ত্তী হইয়াছেন এবং আমার আনুগত্যে বিলীন হইয়া আমিত্বের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। বড়ই আক্ষেপের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে, স্পষ্ট নিদর্শনের মুখাপেক্ষী ব্যক্তিগণ খোদাতা'লার নিকট সেই সম্মানার্হ মর্য্যাদা ও প্রশংসনীয় পদ লাভ করিতে পারে না যাহা সেই সকল সাধু ব্যক্তিগণ লাভ করিবেন যাঁহারা গুপ্ত রহস্য ভেদ করিয়াছেন এবং আল্লাহ-জল্ল-শানুহুর আঁচলের নীচে লুকায়িত তাঁহার দাসের সুঘ্রাণ পাইয়াছেন। কোন রাজকুমারকে তাঁহার সৈন্য-সামন্ত ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মধ্যে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করায় বাহাদুরী কি? ভিক্ষুকের স্তরে পাইয়া চিনিতে পারাই বাহাদুরী। কিন্তু কাহাকেও এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দান করা আমার অধিকারে নহে। মাত্র এক জনই আছেন যিনি দান করেন। যাঁহাকে তিনি ভালবাসেন তাঁহাকেই তিনি ঈমান-জনিত বিচক্ষণতা দান করেন। একই কথা দ্বারা হেদায়েত পাইবার যোগ্য ব্যক্তি হেদায়েত পায় এবং বক্র-চিত্ত ব্যক্তি অধিকতর বিপথ-গামী হয়; (আয়নায়ে-কামালাতে-ইসলাম, পৃঃ ৩৪৯-৫০)

প্রাদেশিক আমীর নিয়োজন

বন্ধুগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) আমাদের বর্ত্তমান প্রাদেশিক আমীর আল্-হজ্ব খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাসেম খাঁন চৌধুরী এম-এ, বি-টি মহোদয়কে পুনরায় তিন বৎসরের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার আমীর নিয়োজিত করিয়াছেন। সকল বন্ধুগণই দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার এই ভবিষ্যৎ এমারতকে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর সাফল্য-মণ্ডিত করেন এবং এই মহা-দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য ও তৌফিক দান করেন এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার এই নূতন নিয়োজনকে তাঁহার নিজের জন্য এবং জমাতের জন্য 'মোবারক' করেন। আমীন!

"খেলাফত জুবিলী ফাণ্ড"

গত ৩০শে নবেম্বর সংখ্যা আহমদীতে উপরুক্ত ফাণ্ডে চাঁদা দাতাগণের এক ফর্দ্দ প্রকাশিত হইয়াছে। খোদাতা'লা তাঁহাদিগকে তাঁহার উৎকৃষ্ট পুরস্কার দান করুন এবং নিজ নিজ ওয়াদা সময় মত পূর্ণ করিবার তৌফিক দান করুন। আমিন!

এই ফাণ্ডে এক মাসের আয়ের কম চাঁদা কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে না—এই সর্ত্তের তাৎপর্য্য কি, আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তাই আমি এস্থলে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

এই চাঁদা ইচ্ছাধীন। খোদা বা তাহার রসুল, কিংবা খলিফার পক্ষ হইতে এ চাঁদা আমাদের উপর ন্যাস্ত করা হয় নাই। এই চাঁদা আহ্‌মদী জামাত তাহাদের শোকরিয়ার নিদর্শন স্বরূপ নিজেদের উপর ধার্য্য করিয়াছেন এবং ইহাও ধার্য্য করিয়াছেন যে মোট চাঁদার পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকার কম হইবে না।

তাহরিকে-জদিদের চাঁদার মত এই চাঁদা আদায়ের সহিত এমন কোন সর্ত্ত নাই যে ওসিয়ৎ বা মাসিক চাঁদা আদায় না করিলে এই জুবিলী ফাণ্ডের চাঁদা কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে না। তাই কোন কোন গায়ের-আহমদী এবং গায়ের-মুসলমান বন্ধুও এই জুবিলী চাঁদার তাহরিকে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। জমাতের পক্ষ হইতে স্বেচ্ছা-প্রদত্ত চাঁদার এই সর্ব্ব-প্রথম তাহ্‌রীক্।

জমাতের জীবনের ৫০ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। জমাত তাহার শৈশব অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া পুণ্যকার্য্য করিবার ইচ্ছা জামাতের অন্তরে জাগরিত হওয়া তাহারই লক্ষণ। শিশুকে তাহার কর্ত্তব্য বলিয়া দিতে হয়, এবং শাসনের সাহায্যে তাহা সমাধা করাইতে হয়, কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তি নিজ কর্ত্তব্য নিজে প্রণিধান করিতে পারে এবং স্বেচ্ছায় তাহা সমাধা করিতে অগ্রসর হয়। তাই আজ আমাদের মধ্যে যাহারা স্বেচ্ছায় খোদার নিকট নিজেদের শোকরিয়া পালন করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকেই এই তাহরিকে যোগদান করিতে আহ্বান করা হইয়াছে।

আপনারা শুনিয়া থাকিবেন হজরত রসুল করিমকে (সাঃ) হজরত আয়েসা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনাকে খোদাতা'লা বেহেস্তের ওয়াদা করিয়াছেন, তথাপি আপনি এবাদতের জন্য এত কষ্ট করেন কেন?" উত্তরে তিনি বলেন যে, যেহেতু আল্লাহতা'লা তাঁহার উপর এত অনুগ্রহ করিয়াছেন অতএব তাঁহার কি তজ্জন্য শোকরিয়া আদায় করা কর্ত্তব্য নহে।

আজ আহমদী জমাতেরও তদ্রূপ অবস্থা। প্রায় চৌদ্দশত বৎসর গত হইল জগতে আল্লাহ্‌তা'লার শেষ নবী আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে একত্র হইয়া কত পুণ্যবান নিজ নিজ জীবন সার্থক করিয়াছিলেন। নিজ নিজ ধন ও প্রাণের কোরবাণী দ্বারা মানবজাতির মুখ উজ্জল করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম জগৎ এবং খোদাতা'লার সান্নিধ্যে তাহাদের পদ কত উচ্চ! হজরত ইমাম গজ্জালীকে (রাঃ) কোন ব্যক্তি হজরত রসুল করিমের (সাঃ) সাহাবীদিগের দর্‌জা এবং পরবর্ত্তী আওলিয়াদিগের দর্‌জা তুলনা করিতে বলিলে, ইমাম সাহেব বলেন যে, সাহাবীদিগের ঘোড়ার শ্বাসে যে ধূলিকণা বাতাসে উড়িত, তাহার দর্‌জাও পরবর্ত্তী কালের আওলিয়া-দিগের দরজা হইতে অনেক উর্দ্ধে। এখন মনে করুন হজরতের সাহাবীদিগের দরজা কত উচ্চ! তাহারা যেখানে গিয়াছেন সেখানকার লোকই ইসলামের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছে এবং দলে দলে সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। জগৎ ব্যাপী ইসলাম প্রচার কার্য্যের অধিকাংশ তাহাদের দ্বারাই সমাধিত হইয়াছে। আজ খোদাতা'লা পুনরায় জগতে সেই স্বুবর্ণ সুযোগ আনয়ন করিয়াছেন। সেই খাতামুন্নবীন মোহাম্মদ (সাঃ) এবার আহমদ রূপে জগতে আগমন করিয়াছেন। এবারও তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহার সহচরগণ সাহাবীদিগের উচ্চ আসনের অধিকারী হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। ধন্য সেই খোদাতা'লা যিনি অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন। যাহা দুরাশা ছিল তাহা আশাতে পরিণত হইয়াছে। আজ আহমদীদিগের মধ্যেও সাহাবী আছেন, তাবেয়ীন আছেন! আলহামদু লিল্লাহ, সুম্মা আলহামদু লিল্লাহ।

অতএব সত্বর হউন। এরূপ অমূল্য সুযোগ সংসারে সর্ব্বদা পাওয়া যায় না। যুগ যুগান্তরে মাত্র কখন কখন মানুষের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। তাই উপেক্ষায় এরূপ সুযোগ হারাইবেন না। এখনও সময় আছে। তৎপর হউন এবং অতি সত্বর নিজ নিজ প্রতিশ্রুতি পত্র আমার নিকট প্রেরণ করুন।

এ সম্মানের উপযুক্ত মর্য্যাদা যে করিবে জুবিলীফাণ্ডে অংশগ্রহণ করিবার জন্য কেবল তাহাদিগকেই আহ্বান করা হইয়াছে। এস ভাই, আমরা সকলে একত্রে খোদার এই অপরিসীম অনুগ্রহ ও নেয়ামতের জন্য তাঁহার চরণে আমাদের এই অকিঞ্চিতকর কোরবানীটুকু নজর স্বরূপ উপস্থিত করি, * এবং মিনতি করি, তিনি যেন আমাদিগকে তাঁহার প্রদত্ত সম্মানের উপযুক্ত সর্ব্বপ্রকার গুণে বিভূষিত করেন, আমিন।

এই কোরবানী করা আমাদের মধ্যে অনেকের পক্ষেই কিঞ্চিৎ কষ্টকর হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কষ্ট স্বীকার করার নামই-তো হইতেছে কোরবানী। যদি কষ্ট না হয় তবে কোরবানী কোথায়? আপনারা কি খোদাতালা'র কালামে পড়েন নাই :—لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون—অর্থাৎ, "যে সামগ্রী তোমাদের প্রিয় তাহা দান না করিলে তোমরা কখনই পুণ্য লাভ করিতে পারিবে না।" তাই আজ আমাদের এই আহ্বান। যে ভ্রাতা ও ভগ্নী এই কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত তাঁহারাই অগ্রসর হউন। আপনাদিগের কোরবানী কখনই বিফল যাইবে না। খোদাতা'লা বলিয়াছেন, তিনি 'শাকের', অর্থাৎ ভক্তের কোরবানীর আদর করেন। আজ আপনারা কোন কর নয়, কোন ট্যাক্স নয়, বরং এক প্রীতি-উপহার লইয়া খোদা'তালার দরগাহে উপস্থিত। তিনি দরিদ্রের প্রীতি-উপহার কখনও উপেক্ষা করিবেন না; বরং নিজ মর্য্যাদার সমোচিত প্রীতিউপহার আপনাদিগকে প্রতিদান করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

এই চাঁদা দিতে হয়ত কাহারও ঋণগ্রহণ করিবার আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু যদি সে ব্যক্তি অন্যান্য আবশ্যকীয় সৎকার্য্যে ঋণ করিয়া থাকে, এবং ঋণ পরিশোধ করিবার সামর্থ্যও তাহার থাকে তবে সাময়িক অভাবের হেতু কোন পুণ্য কার্য্যের জন্য ঋণ গ্রহণ করা তাহার পক্ষে দেষণীয় হইবে কেন? মানব সাংসারিক আবশ্যকতার জন্য ঋণ করা দোষণীয় মনে করে না, ধর্ম্মকার্য্যের জন্য ঋণ করা বড় আপত্তিকর মনে করে, ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়।

যে সকল ভ্রাতা সরকারী চাকরীতে বা আঞ্জোমনের চাকরীতে আছেন এবং এক মাসের আয় এই ফাণ্ডে চাঁদা দিতে ইচ্ছা করেন কিন্তু অনটন বশতঃ আগামী ফেব্রোয়ারী বা মার্চ্চ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ চাঁদা আদায় করা তাহাদের পক্ষে কষ্টকর, তাহাদের সুবিধার জন্য আঞ্জুমন এরূপ বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত আছেন যে, তাহারা নিজ নিজ চাঁদার পরিমাণ এবং তাহা আদায়ের কাল লিখিত ভাবে জানাইয়া মাসে মাসে নিয়মিত ভাবে টাকা আদায় করিবার অঙ্গীকার সহ আঞ্জুমনকে অনুরোধ করিলে আঞ্জুমন তাহাদের নিকট হইতে আগামী জানুয়ারী মাস হইতে দশ মাসের মধ্যে, অর্থাৎ অক্টোবর পর্য্যন্ত এই চাঁদা আদায় করিবার বন্দোবস্ত করিবেন। আশা করি, যে সকল ভ্রাতা ঐরূপ চাকুরীতে আছেন তাহারা এই সার্ব্বজনীন অর্থ কৃচ্ছ্রতার সময় তাহরিকের প্রতি খোদাতা'লার বিশেষ অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া আঞ্জোমনের এই প্রস্তাবে অতি সত্বর নিজ নিজ সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন।

যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর এই তাহরীকে অংশ গ্রহণ করিবার যথার্থ ই ক্ষমতা বা সুযোগ নাই, আমরা তাঁহাদিগকে ইহাই বলিতে চাই যে, খোদাতালা অন্তর্যামী, আপনাদের অন্তরের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আছে। আপনাদের একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আপনারা এই তাহরীকের সর্ত্ত পূর্ণ করিতে সমর্থ না হওয়ায় ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই দেখিয়া খোদাতা'লা হয়ত আপনাদিগকে নিজেদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য সুযোগ করিয়া দিবেন। তিনি 'আলীম' ও 'হাকিম'। আপনারা অন্তর হইতে এই তাহরীকের কামিয়াবির জন্য দোয়া করিবেন। খোদাতা'লা আপনাদিগকেও ইহার সোয়াবে অংশী করিবেন। আমীন।

খাকসার—

আবুলহাসেম খাঁ চোধুরী

আমীর, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ,

* বন্ধুগণ শুনিয়া সুখী হইবেন, ইতিমধ্যে বিভিন্ন জমাত ও আফরাদ হইতে প্রায় ৪০০৲ টাকা জুবিলী ফাণ্ডের চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।—সঃ আঃ

তাহরিক-জদীদের দ্বিতীয় পর্য্যায়

পঞ্চম বর্ষের ঘোষণা

প্রথম পর্য্যায়ে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ হইয়াছে, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে গঠন করিতে হইবে

গঠন-মূলক কার্য্যে অধিকতর সাধনা ও প্রচেষ্টার আবশ্যক

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) ১৮ই নবেম্বর, ১৯৩৮ ইং তারিখের খোৎবার সার-মর্ম্ম—বঙ্গানুবাদ

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

তাহরিক-জদীদের প্রথম পর্য্যায়ের উদ্দেশ্য ছিল—শত্রুর অন্যায় আক্রমণের প্রতিকার করা এবং জগৎ-সম্মুখে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করা। খোদাতা'লার ফজলে এই কার্য্যে আমরা মহা কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছি।

দুই শ্রেণীর লোকই আমাদের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শত্রুতাচরণ করিয়াছিল, যদিও সকলই শামেল ছিল—এক, আহরার,—দ্বিতীয়, গবর্ণমেণ্টের সেই কর্ম্মচারিগণ যাহারা ভিতরে ভিতরে ব্রিটিশ জাতির শত্রুদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করিতে ছিল। এই সকল কর্ম্মচারী তাহাদের চাকুরীর সুযোগ নিয়া আমাদের ক্ষতি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। এই অন্যায় প্রয়াসে তাহারা কতিপয় ভারতীয় ও ইংরাজ উচ্চ-পদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীকেও সত্য-মিথ্যা রিপোর্ট দ্বারা নিজেদের সঙ্গে শামেল করিয়া নিয়াছিল।

আহরারদের পরিণাম

আহরারদের পরিণাম সকলের নিকটই সুস্পষ্ট। খোদাতা'লা তাহাদিগকে এরূপ 'জলীল' বা অপদস্থ করিয়াছেন যে, তাহারা এখন মোসলমানদিগের মধ্যে নিরাপদে বক্তৃতাই করিতে পারে না। কিছুকাল তাহাদের অবস্থা এরূপ গিয়াছে যে, লাহোরে তাহারা সভাই করিতেই পারে নাই। কিন্তু সাড়ে তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, দৈনিক শত শত টাকা চাঁদা আসিত, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ভয় করিত। কিন্তু আজ তাহারা তাহাদের নিজের লোকদের নিকট এই আবেদন জানায়, 'দশ টাকা না পারেন, পাঁচ টাকাই পাঠাইয়া দিন"।

প্রথম পরাজয়—পাঞ্জাবের বর্ত্তমান কর্ণধার ইউনিয়নিষ্ট গবর্ণমেণ্টকে পরাভূত করিবার মানসে আহরারগণ তাহাদের সর্ব্ব-শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল; এই ইউনিয়নিষ্ট পার্টিরই অন্ততঃ দুই ডজন সদস্য আহরারদের কঠোর বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও আমাদের সাহায্যে কৃতকার্য্য হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরাজয়—আহরারগণ রটাইয়াছিল যে, তাহারা কাদিয়ান জয় করিয়া ফেলিয়াছে এবং আহমদীদিগকে সম্পূর্ণ-রূপে বিনাশ করিয়া দিয়াছে। তাহাদের এই মিথ্যা প্রপেগেণ্ডা লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং লোক মনে করিয়াছিল যে, হয়ত আহরারগণ সত্যই বলিতেছে এবং আহমদীয়া জমাত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অতএব এই অবস্থার প্রতিকার করা আমি প্রয়োজন মনে করি এবং আহরারদের কাউন্সিলের মেম্বর পদের জন্য প্রার্থী হওয়াকে আমি খোদা-প্রদত্ত এক সুযোগ মনে করি। আমি ভাবিলাম, এই সুযোগে জগতের নিকট ইহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া উচিত যে, আমাদের সংখ্যা অল্প হওয়া সত্ত্বেও এই এলাকার আহরারগণ অপেক্ষা আমাদের শক্তি অধিক। এই উদ্দেশ্যেই আমি এক জন আহমদী প্রার্থীকে দণ্ডায়মান করি।...

ইলেক্‌সনের ফল প্রকাশিত হইলে পর দেখা গেল যে, আহ্‌লে-সুন্নত-আল্‌জমাতের মনোনীত ব্যক্তি কৃতকার্য্য হইয়াছে এবং আহ্‌মদীয়া জমাতের মনোনীত ব্যক্তি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে, আর আহ্‌রারদের মনোনীত ব্যক্তি তৃতীয়

স্থান এবং অপর সুন্নি জমাতের মনোনীত ব্যক্তি চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ইলেক্‌সন দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আহরারদের কাদীয়ান ধ্বংসের যাবতীয় দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই ঘটনা দ্বারা গবর্ণমেন্টও দেখিতে পাইল যে, আহরারগণ অপেক্ষা আহমদীগণই ভোট অধিক পাইল।

ফলতঃ, খোদাতা'লার ফজলে তাহরিক-জদীদের প্রথম পর্য্যায়ে আমরা ভূমি পরিষ্কার করিবার সুযোগ পাইয়াছি এবং গবর্ণমেন্ট ও জন-সাধারণ উভয়ের নিকটই প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশিত হইয়াছে।

গবর্ণমেন্টের কতিপয় কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে বিজয়-লাভ

গবর্ণমেন্টের কতিপয় কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে আমাদের এই অসন্তোষ ছিল যে, তাহারা আমাদিগকে রাজ বিদ্রোহী বলিত, অথচ আমরা এরূপ নহি। আল্লাহ্‌তালার ফজলে এই অপবাদকেও আমরা এরূপ ভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, গবর্ণমেন্টকে মৌখিক এবং লিখিত ভাবে একথা স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, তাহারা আহমদীয়া জমাতের প্রতি এরূপ কোন দোষারোপ করে না।...... অতএব আল্লাহ্‌তা'লার ফজলে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধেও আমরা বিজয়-লাভ করিয়াছি।

চতুর্দ্দিকে উন্নতির লক্ষণ

বস্তুতঃ, খোদাতা'লা প্রথম পর্য্যায়ে জমাতকে বহু উন্নতি দান করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকেই উন্নতির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে। কতিপয় নূতন দেশে আহমদীয়ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র লোক এই পর্য্যায়ে আহমদীয়ত গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলেও, খোদাতা'লার ফজলে আহমদীয়ত উন্নতি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোন কোন স্থানে সম্পূর্ণ নূতন জমাত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে ছোট জমাত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বহু বড় হইয়াছে।

মোসলমান সম্ভ্রান্ত লোকদের প্রতি ভ্রান্তধারণার অপনোদন

আহরারদের হীন প্রপেগণ্ডা ও জঘন্য গালির ফলে আমার মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, সম্ভ্রান্ত মোসলমানগণ এই ব্যাপারে আমাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করেন নাই এবং এই কারণে আমি তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলাম। আমার বিগত সফরে এই ধারণার কতকটা অপনোদন হইয়াছে। আমি প্রথম সিন্ধু দেশে যাই, তথা হইতে বোম্বাই, বোম্বাই হইতে হায়দরাবাদ এবং হায়দরাবাদ হইতে দিল্লী হইয়া কাদিয়ান প্রত্যাবর্ত্তন করি। অর্থাৎ, প্রায় অর্দ্ধেক ভারতের সফর করি। এই সফরে আমি সম্ভ্রান্ত মোসলমানের মধ্যে যাহা দেখিতে পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহাদের সম্পর্কে আমার মনে যে দুঃখ ছিল তাহা অনেকটা দুরীভূত হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সম্ভ্রান্ত লোকগণ আহরারগণের হীন প্রপেগেণ্ডার কোন কুপ্রভাব গ্রহণ করেন নাই, বরং আহরারদের কুবাক্যের ফলে তাঁহারা আমাদের প্রতি অনেকটা সহানুভূতিশীল হইয়াছেন।

হায়দরাবাদে দেখিয়াছি যে, তথায় আমার সম্মানার্থ যে সকল 'পার্টি' দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সকল বড় বড় লোকগণই যোগদান করিয়াছেন। যোগদানকারিগণের মধ্যে মন্ত্রিও ছিলেন, আমীরও ছিলেন এবং নওয়াবও ছিলেন। নওয়াব আকবর ইয়ার জঙ্গ যে পার্টি দেন তাহাতে বহু নওয়াব যোগদান করেন—শত, দু'শত সম্ভ্রান্ত লোক শামেল হন। অন্যান্য স্থানেও দেখিয়াছি যে, সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চ-পদস্থ লোকগণ ঈদৃশ নিমন্ত্রনে যোগদান করিয়াছেন। দিল্লীতেও এরূপ নিমন্ত্রনে বড় বড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়াছেন। আমি দেখিয়াছি যে সম্ভ্রান্ত লোকগণের হৃদয়ে এই অনুভূতি জাগিয়াছে যে আহ্‌রারগণের পক্ষ হইতে আমাদের প্রতি 'জুলম' করা হইয়াছে এবং অনেকেই একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, আহ্‌মদীয়া জমাত মোসলমানদের কল্যাণার্থ অনেক কিছু করিতেছে। ফলতঃ আমি তাঁহাদের কথায় উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে, আহরারগণ যে দাবী করে যে, মোসলমানদের উপর তাহাদের খুব প্রভাব আছে এবং তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে যে সকল হীন, অপবাদ রটাইয়াছে তাহা মোসলেম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে—তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এইরূপে, সম্ভ্রান্ত মোসলেম ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে আমার হৃদয়ে যে বিক্ষোভ জন্মিয়াছিল তাহা দূরীভূত হইল এবং আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ইতি-পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত মোসলমানগণের চুপ থাকার কারণ 'মোখলেফাত' বা বিরুদ্ধাচরণের ভয়, আহরারদের প্রভাব নয়। এইরূপে আল্লাহ্‌-তা'লা আমাকে 'বদ্‌-জন্নি' রূপ পাপ হইতে রক্ষা করিলেন।...

ফলতঃ, আহরারদের হীন অপবাদের ফলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মনে একটা অনুসন্ধিৎসুতাই জন্মিয়াছে। এতদাধিক আর কিছুই নহে।

আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহ্‌রীক-জদীদের প্রথম পর্যায়ের পর দ্বিতীয় পর্য্যায়ের আবশ্যকতা আছে। প্রথম পর্য্যায়ে ভূমি পরিস্কার করা হইয়াছে, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে গড়িতে হইবে, এবং ভাঙ্গার কাজ হইতে গড়ার কাজ অনেক অধিক গুরুত্বপূর্ণ। খোদাতা'লার ফজলে যাহা ভাঙ্গার কাজ—অর্থাৎ, শত্রুদের চেষ্টা পণ্ড করিয়া দেওয়া এবং তাহাদের ষড়যন্ত্র নিষ্ফল করিয়া দেওয়া—তাহা সাধিত হইয়াছে, এখন গড়ার কাজে মনোনিবেশ করিতে হইবে—অর্থাৎ, জগতে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে যাহা আহমদীয়তের মহান উদ্দেশ্য সাধনে সহায় হইবে। সেই উদ্দেশ্য সাধনে যে কেবল আহমদীয়তেরই কল্যাণ তাহা নহে, বরং তাহা ইসলামের জন্যও মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর হইবে; বরং শুধু ইসলামের জন্যই নয়, দুনিয়াতে যে ধর্ম্মনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-বিষয়ক, সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থা আমরা সৃষ্টি করিতে চাই, তাহা জগতের জন্যও কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয়।

জগতে এই সুমহান পরিবর্ত্তন আমাদিগকে আনয়ন করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা দুর্ব্বল, আমরা সংখ্যায় অতি অল্প। এই দুর্ব্বল অবস্থায় যখন আমরা বলি যে, আমরা দুনিয়াতে এক মহা পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া ছাড়িব, তখন জগদ্বাসী আমাদের কথায় হাসিয়া বলে, "ইহারা পাগল হইয়াছে।" কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আজ পর্য্যন্ত দুনিয়াতে যত মহা কাজ সাধিত হইয়াছে তাহা এরূপ লোক দ্বারাই হইয়াছে যাহাদিগকে পাগল বলা হইয়াছে।

অতএব লোকের 'পাগল' বলা আমাদের জন্য কোন গালি নয়, বরং খুশীর ব্যাপার; কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের জমাতের সহিত আমাদের গভীর সাদৃশ্য রহিয়াছে, কেননা তাহাদিগকেও পাগল বলা হইয়াছে।

যাহা হউক, আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আহমদীয়তের উন্নতির জন্য আমাদিগকে মহা সাধনা ও প্রচেষ্টা করিতে হইবে। আহমদীয়তের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইসলামেরও উন্নতি হইবে এবং ইসলামের সঙ্গে সঙ্গে জগতও ধর্ম্মনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক দিক দিয়া উন্নতি করিবে। ইসলাম কখনো অন্যান্য জাতিকে ধ্বংস করিয়া মোসলমানদিগকে উন্নতি পথে অগ্রসর করিয়া দেয় না, বরং অন্যান্য জাতিকেও অগ্রসর করিয়া মোসলমানদিগকেও আরো অগ্রগামী করিয়া দেয়।

অতএব যখনই দুনিয়াতে ইসলামী নীতি অনুযায়ী উন্নতি হইবে তখনই হিন্দু, শিখ এবং খৃষ্টানগণেরও উন্নতি হইবে—কেবল হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান ও প্রতিবেশিগণেরই নয়—দুনিয়ার সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণের জন্যই উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে। ** তের শত বৎসরের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে যে, ইসলাম যখনই উন্নতি করিয়াছে, অন্যান্য জাতিকেও উন্নতি পথে নিয়া চলিয়াছে এবং কোন জাতিকে ধ্বংস করে নাই। আজ দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, ইহুদীদিগের কি ভয়ানক অবস্থা! কিন্তু তের শত বৎসর যাবৎ মোসলমানগণ ইহুদীদিগকে নিজ দেশে বসবাস করিতে দিয়াছে। *

বস্তুতঃ আহমদীয়তের উন্নতির সঙ্গে ইসলামের উন্নতি, এবং ইসলামের উন্নতির সঙ্গে জগতের উন্নতি সংবদ্ধ। এখন আহ্‌মদীয়তের উন্নতির জন্য দুইটি বিষয় অত্যাবশ্যকীয়—

(১) 'তা'লীম' ও তরবীয়ত,

(২) 'তবলীগ' ও এশাত।

এই দুই বিষয় ব্যতীত জমাত প্রসার লাভ করিতে পারে না—এবং তদ্রূপ প্রসারে কোন লাভও নাই। 'তবলীগ' ছাড়া জমাত উন্নতি করিতে পারে না এবং প্রকৃত 'তরবীয়ত, ছাড়া আহমদীয়তের বিস্তৃতিতে কোন কল্যাণ নাই। ধরিয়া লও, আহমদীয়ত দুনিয়াতে বিস্তৃত হইয়া গেল, কিন্তু জগতের ধর্ম্মনৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক অবস্থা পূর্ব্বের মতই রহিল। এরূপ আহমদীয়তের বিস্তৃতিতে লাভ কি? আহমদীদের মধ্যে যদি সেই 'রুহ্‌' (আত্মা, ভাব, স্পৃহা) না থাকে যাহা ইসলাম সৃষ্টি করিতে চায়, তবে এক জালেমের স্থানে আর এক জালেম দণ্ডায়মান হইলে জগদ্বাসীর তাহাতে লাভ কি?

অতএব তবলীগ এবং তা'লীম-তরবীয়ত দুই মহা জরুরী কাজ। এই দুই মহা কাজের প্রতিই তাহরিক-জদীদে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। তা'লীম-তরবীয়তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাদা খাদ্য, সাদা পোষাক, স্বহস্তে কাজ করা, সিনেমা বর্জ্জন, দরিদ্রের সাহায্য, তাহ্‌রিক-জদীদ বোর্ডিং এবং উত্তরাধিকার দান ইত্যাদি কাজ অবলম্বন করা হইয়াছে। এগুলি এরূপ বিষয় যাহা কখনো ছাড়া যায় না।

খোদ্দামুল-আহমদীয়া

তাহরিক-জদীদের কোন কোন বিষয় সম্পর্কে খোদ্দামুল-আহমদীয়া সঙ্ঘ খুব চেষ্টা করিতেছে। এই সঙ্ঘের এক বৎসরের কার্য্য দৃষ্টে আমার মনে হয়, তাহারা অতি সুন্দর কাজ করিয়াছে। যদি তাহারা এই ভাবে কাজ করে এবং আরো উন্নতি করিতে থাকে তবে তাহারা এক উত্তম আদর্শ কায়েম করিতে পারিবে।

খোদ্দামুল-আহমদীয়ার যুবকগণের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহাদের এই কার্য্যের সুপ্রভাব যে কেবল বর্ত্তমান যুগের লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে তাহা নহে, বরং এরূপ উৎসাহ ও এখ্‌লাসের সহিত কাজ জারি রাখিলে, ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মধ্যেও তাহাদের সুপ্রভাব পড়িবে। আজ যেমন সাহাবাগণের নাম উল্লেখ হওয়া মাত্র মুখ হইতে আপনাপনিই "রাজি আল্লাহু আন্‌হুম ওয়া রাজু আন্‌হু" বাক্য বাহির হইয়া পড়ে, তদ্রূপ তাহাদের নাম শ্রবণেও ভবিষ্যৎ বংশধরগণের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া যাইবে এবং তাহারা তাহাদের আধ্যাত্মিক মর্য্যাদার উন্নতির জন্য দোয়া করিবে। কিন্তু এই কৃতকার্য্যতা লাভের জন্য 'এস্তেকালাল' বা ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের আবশ্যক। এই সংগ্রামে যে-ই থামিবে সে-ই অকৃতকার্য্য হইবে, আর যে-ই অনবরত বেগে ধাবিত হইবে সে-ই সাফল্য-মণ্ডিত হইবে। **খোদ্দামুল-আহমদীয়া সঙ্ঘ তাহরীক-জদীদের ফৌজ বিশেষ,** এবং আমি আশা করি, অধিক হইতে অধিক সংখ্যক লোক এই সঙ্ঘে যোগদান করিবে।

তবলীগ ও এশা'ত

তাহরিক জদীদের অপর বিষয়—'তবলীগ' ও 'এশা'ত। এই কার্য্যের জন্য আমি 'জীবন উৎসর্গ', 'ছুটি উৎসর্গ', 'বিদেশে আহমদিগণের বিস্তৃত হইয়া পড়া' এবং 'চাঁদা সংগ্রহ করা'—ইত্যাদি বিষয়ের তাহরিক করিয়াছিলাম। চাঁদা জমাতের তালীম-তরবীয়তের জন্যও আবশ্যক, কিন্তু বিশেষভাবে তবলীগের জন্যই চাঁদা চাওয়া হইয়াছে। উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রত্যেকটিই অতি জরুরী ও গুরুত্ব-পূর্ণ, এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি সময়মত পুনরায় জমাতের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার বাসনা আমি রাখি।

তৃতীয় বিষয়—দোয়া

"তালীম-তরবীয়ত" এবং "তবলীগ-এশা'ত" ব্যতীত তৃতীয় আবশ্যকীয় বিষয় কৃতকার্য্যতার জন্য খোদাতা'লার নিকট দোয়া করা। অনেক সময় মানুষ 'জুশ্' ও বিজয়ের নেশায় এ কথা ভুলিয়া যায় যে, সকল কৃতকার্য্যতা খোদাতা'লার ফজলেই হইয়াছে, এবং তাহার হৃদয়ে এই কুপ্ররোচনা জন্মে যে, হয়ত তাহারই চেষ্টা-উদ্যমে বিজয়লাভ হইয়াছে। তাই, আমি রোজার ব্যবস্থা জারি করিয়াছি, যেন আমাদের জমাতের বন্ধুগণ একথা বুঝিতে পারেন যে, যাহা কিছু হইয়াছে, খোদাতা'লার ফজলেই হইয়াছে, ভবিষ্যতেও যাহা কিছু হইবে খোদাতা'লার ফজলেই হইবে।

তাহ্‌রিক-জদীদের পূর্ণ স্বরূপ—এক দিকে **তালীম-তরবীয়ত**, অপর দিকে **তবলীগ-এশা'ত** এবং তৃতীয় দিকে **দোয়া এবং রোজা।**

আমি পূর্ব্বের খোৎবায় বলিয়া আসিয়াছি যে, প্রথম পর্য্যায়ে আমাদের জমাত অতুলনীয় আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছে এবং এরূপ অসাধারণ কোরবাণী ও উৎসাহের পরিচয় দিয়াছে যাহা শত্রুগণও স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু আমি একথাও বলিয়া আসিয়াছি যে, এই কার্য্য দ্বারা কেবল ভূমি পরিষ্কার করা হইয়াছে; ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলে আমাদের চলিবে না। গঠন-মূলক কার্য্যের জন্য আমাদিগকে চেষ্টা জারি রাখিতে হইবে।

সাময়িক মোমেন

কতিপয় লোক প্রত্যেক জমাতেই এরূপ হইয়া থাকে যাহারা কোন লড়াই ঝগড়ার সময় অগ্রসর হয়, কিন্তু স্থায়ী এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী কোরবানীর সুযোগ উপস্থিত হইলে পিছে হটিয়া যায়। তাহারা প্রাণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইবে—তাহাদিগকে যদি যুদ্ধের সময় বলা হয়,—"ফৌজে ভর্ত্তি হইয়া দেশের সম্মান রক্ষার্থ প্রাণ দাও"—তবে তাহারা নির্ভয়ে ফৌজে ভর্ত্তি হইয়া যুদ্ধ করতঃ নিজ প্রাণ দিয়া দিবে; কিন্তু যদি তাহাদিগকে কোন কাজের জন্য প্রত্যহ ১৫ মিনিট বা অর্দ্ধ ঘন্টা সময় উৎসর্গ করিতে বলা হয় তবে কয়েক দিন পরই তাহারা নানা 'ওজর' পেশ করিতে আরম্ভ করিবে যে, 'আজ স্ত্রীর অসুখ', 'আজ সন্তানের অসুখ', আজ নিজের তবিয়ত ভাল নহে' ইত্যাদি। এইরূপে তাহারা কাজ হইতে বাঁচিতে চাহিবে।

এইরূপ 'সাময়িক মোমেন' সকল যুগেই হইয়াছে। হজরত নুহ (আঃ), হজরত ইব্রাহীম (আঃ), হজরত মুসা (আঃ), হজরত ইসা (আঃ), এমন কি, হজরত রসুল করীমের (সাঃ) যুগেও কতিপয় লোক এরূপ হইয়াছে। ফলতঃ প্রত্যেক জমাতেই এরূপ লোক হওয়া সম্ভবপর; কিন্তু তাহাদের কারণে কাজের ক্ষতি হইতে না দেওয়া আমাদের 'ফরজ' এবং তাহাদের সংশোধন করা আমাদের আবশ্যক। একথা বলিয়া আমরা কথনো মুক্ত হইতে পারিব না যে, "আমরা স্বয়ং কোরবানী করিয়াছি, কতিপয় লোক যদি কোরবানী না করে, আমরা কি করিব?" তাহাদিগকে জাগ্রত করা, তাহাদের নিদ্রা ও শৈথিল্য দূরীভূত করা এবং তাহাদিগকে 'চুস্ত' ও হুশিয়ার' করা আমাদের কর্ত্তব্য। যদি আমরা আমাদের এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে অবহেলা করি, তবে আমরা খোদাতা'লার নিকট এবং নিজের নিকট দোষী সাবাস্ত হইব। এই জন্য আমি সর্ব্বদাই এরূপ লোককে 'চুস্ত' বা তৎপর করিতে প্রয়াস পাইতেছি এবং যাহারা জাগ্রত আছে, তাহাদিগকে আরো অধিক জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিতেছি, যেন শেষোক্ত ব্যক্তিগণও কথনো শিথিল হইয়া না পড়ে।

অতএব যাহারা শিথিল তাহদিগকে 'চুস্ত' ও 'হুসিয়ার' করা এবং যাহারা 'চুস্ত' তাহাদিগকে "সাময়িক মোমেনের' স্তর হইতে নির্গত করিয়া পূর্ণ মোমেনের শ্রেণীভুক্ত করা আমাদের 'ফরজ'। এরূপ করিলে, আমরা দ্বিগুণ সোয়াবের অধিকারী হইব। আর যদি আমরা এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে শৈথিল্য করি, তবে আমরা একথা বলিয়া কথনো মুক্ত হইতে পারিব না যে, "আমরা বাঁচিয়া গিয়াছি"। খোদাতা'লা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "তোমরা অবশ্য বাঁচিয়া গিয়াছ, কিন্তু অন্যান্য যাহাদিগকে বাঁচান তোমাদের ক্ষমতাধীন ছিল তাহাদিগকে কেন বাঁচাইলে না"।

চিরস্থায়ীভাবে জীবন উৎসর্গের আহ্বান

আমি তাহ্রিক-জদীদের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে স্থায়ী কার্য্যের ভিত্তি স্থাপনের জন্য আর্থিক কোরবানীর আহ্বান ছাড়া স্থায়ী ভাবে জীবন উৎসর্গকারী এক মণ্ডলী তৈয়ার করিতেছি। প্রথম পর্য্যায়ে আমি যুবকদিগকে তিন বৎসরের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় পর্য্যায়ে সারাজীবন উৎসর্গ করিতে বলিয়াছি। এথন নিজ হইতে কাজ ছাড়িয়া যাওয়ার কোন উৎসর্গকারীর অধিকার নাই; অবশ্য কাহাকেও কার্য্যের অনোপযোগী দেখিলে তাহাকে পৃথক করিয়া দিবার অধিকার আমার আছে। অতএব ইহা তিন বর্ষীয় 'ওয়াক্ফ' নয়। এই পর্য্যায় যেমন চিরস্থায়ী, এই ওয়াক্ফও তেমন চিরস্থায়ী! এই পর্য্যায়ের কার্য্যের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি এই সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিয়াছি যে, কেবল গ্রাজুয়েট কিম্বা মৌলবী-ফাজেল পাস করা যুবকগণকেই নেওয়া হইবে। যাহারা গ্রাজুয়েট নয়, বা মৌলবী-ফাজেলও নয়, তাহাদিগকে নেওয়া হইবে না। কেননা, এই সকল ওয়াকফ্কারিগণকে জ্ঞান-বিষয়ক কার্য্য করিতে হইবে এবং তজ্জন্য হয়ত ধর্ম্ম-বিষয়ক জ্ঞানের আবশ্যক, নতুবা পার্থিব জ্ঞানের আবশ্যক।

বর্ত্তমানে এই মণ্ডলীতে ১২ জন যুবক আছে। আমার ইচ্ছা, বর্ত্তমানে ২৪ জন যুবক দ্বারা এই মণ্ডলী গঠিত হয়। কারণ, কার্য্যাধিক্যের তুলনায় তন্ন্যূন যুবক দ্বারা আমাদের চলিবে না। এই ওয়াক্ফের জন্য আমি শীঘ্রই তাহ্রিক করিব, বরং অন্যকার খোৎবায়ই তাহ্রিক করিতেছি যে, গ্রাজুয়েট বা মৌলবী-ফাজেল পাশ-করা যুবকগণ ধর্ম্ম-সেবার্থ জীবন উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে আমার নিকট নাম পেশ করুক। এই তাহ্রিকের অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক গ্রাজুয়েট বা মৌলবী-ফাজেলকেই নেওয়া হইবে। নির্ব্বাচন আমাদের ইচ্ছাধীন। আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, তাহার মধ্যে তাক্ওয়া কিরূপ, ধর্ম্ম-সেবার আগ্রহ কতটুক, জ্ঞান কিরূপ, স্বাস্থ্য কেমন, অবস্থা কিরূপ এবং যে কাজ করা আমাদের উদ্দেশ্য তাহা সে স্বচ্ছন্দে সম্পাদন করিতে পারিবে কি না—ইত্যাদি সব বিষয়ই দেখিতে হইবে। "সাধারণ বিভাগের গ্রাজুয়েট ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের গ্রাজুয়েটকেও এই তাহ্রিকে নেওয়া হইবে। যথা—এক জন ডাক্তার; তিনি বি-এ না হইলেও তাঁহাকে গ্রাজুয়েটই গণ্য করা হইবে।

আমার ইচ্ছা, এই সকল ওয়াক্ফকারিগণের মধ্যে কতিপয় যুবককে 'মরকেজ' এর শিক্ষা ছাড়া বহির্দেশে প্রেরণ করিয়া উচ্চ শিক্ষা দান করা এবং জ্ঞান ও কার্য্যের দিক দিয়া এরূপ যোগ্যতার যুবক প্রস্তুত করা যাহারা তবলীগ, তালীম ও তরবীয়তের কার্য্যে দুনিয়ার সর্ব্বোত্তম যুবকগণের সমকক্ষ হইতে পারে, বরং তাহাদের চেয়েও অধিক উত্তম হইতে পারে। তাহাদিগকে কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য নহে, বরং আমার ইচ্ছা যে, তাহাদিগকে পার্থিব অভিজ্ঞতা দান করা এবং জগতের সকল প্রকার

বিদ্যা তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যেন, তাহারা দুনিয়ার সকল কার্য্য সাধনের ক্ষমতাই অর্জ্জন করিতে পারে।

এই সকল যুবক সম্বন্ধে আমার স্কিম—যাহা আমি বিগত মজ্‌লিসে-শুরায়ও বর্ণনা করিয়াছি—এই যে, তাহাদিগকে ইউরোপে প্রেরণ করতঃ উত্তম অপেক্ষা উত্তম শিক্ষা দান করা এবং যখন তাহারা সর্ব্ব বিদ্যায় বিশারত হইয়া যাইবে, তখন তাহাদিগকে বেতন না দিয়া কেবল জীবীকা নির্ব্বাহোপযোগী ভাতা দান করা, এবং তাহাদের জীবীকা নির্ব্বাহের ভাতা বিদ্যা অনুযায়ী হইবে না, বরং পরিবারস্থ লোক সংখ্যা অনুযায়ী হইবে—যেমন সাহাবাগণের (রাঃ) সময় হইয়াছিল।

এইরূপ ব্যবস্থা হইবে যে, যাহার স্ত্রী বা সন্তান আছে তাহাকে অধিক দেওয়া হইবে এবং যাহার স্ত্রী বা সন্তান নাই তাহাকে কম দেওয়া হইবে। কাহারো বিবাহ উপলক্ষে কিছু সাহায্য করা হইবে। এরূপ হইবে না যে অমুক বিলাতের পাস করিয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহাকে বেতন বেশী দেওয়া হইবে, আর অমুক বিলাতের পাস না হওয়ায় তাহাকে বেতন কম দেওয়া হইবে। সকলকেই সমান জীবীকা দেওয়া হইবে, বিলাতের পাস করাই হউক, আর এখানের পাস করাই হউক। জীবীকার পরিমান বিবাহিত হওয়া, বা সন্তান লাভের উপর নির্ভর করিবে। যথা—এক জন বিলাতের পাস করা যুবককেও আমরা ১৫৲ টাকাই দিব, অপর যুবক যে বিলাতের পাস করা নয় তাহাকেও ১৫৲ টাকাই দিব; অবশ্য যদি বিবাহিত হয় এবং সন্তান লাভ করে তবে কিছু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে। কারণ, শিশুদের আহারের আবশ্যক, বিদ্যার আহারের প্রয়োজন নাই। অতএব আমি তাহ্‌রিক-জদীদে এই নীতি রাখিয়াছি যে, বিদ্যার উপর ভাতার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইবে না, বরং পরিবারের লোক সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভাতা নির্দ্ধারিত হইবে। ধরিয়া লও, আমরা প্রত্যেক সন্তানের জন্য তিন টাকা করিয়া জীবীকা নির্দ্ধারিত করিলাম। তদবস্থায় যখনই আমরা কাহারো জীবীকা বৃদ্ধি করিব, তখন এই নীতি অনুসারেই করিব যে, প্রত্যেক সন্তান প্রতি ৩৲ টাকা করিয়া বেশী দেওয়া হইবে।

মোট কথা, আমার উদ্দেশ্য, তাহরিক-জদীদের ওয়াক্‌ফ-কারিগণকে উচ্চ অপেক্ষা উচ্চতর শিক্ষা দান করা। তাহারা দ্বীনের খেদমতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে, আর আমরা তাহাদের এই কোরবানীর পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে এরূপ শিক্ষা দান করিব যাহা তাহাদের সমস্ত খান্দান বা গোষ্ঠি মিলীত ভাবে চেষ্টা করিয়াও দিতে পারিতেন না। কিন্তু জ্ঞান অর্জ্জন করার পরও তাহারা সেই পরিমাণ জীবীকাই পাইবে যাহা বর্ত্তমানে পাইয়া থাকে এবং কেবল উপরোক্ত হার বা নীতি অনুযায়ীই তাহা বৃদ্ধি হইতে পারে।

ওয়াক্‌ফকারী যুবকগণের মধ্যে কতিপয় উচ্চ বংশীয় যুবকও আছে যাহারা জীবন ওয়াক্‌ফ না করিয়া চাকুরীর চেষ্টা করিলে ভাল ভাল চাকুরী লাভ করিতে পারিত। যেহেতু তাহারা এক কোরবানী করিয়াছে অতএব আমার প্রস্তাব এই যে, তাহাদিগকে এরূপ শিক্ষা প্রদান করিব, যেন তাহারা কেবল ধর্ম্মের দিক দিয়া নয়, বরং পার্থিব দিক দিয়াও সর্ব্বত্র সম্মানিত হয়। অর্থের দিক দিয়া গরীব হইলেও বিদ্যা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দিক দিয়া তাহারা যেন এরূপ সম্পদশালী হয় যে, তাহারা কোথাও অপদস্থ না হইতে পারে। মানুষের নিকট জ্ঞান বা অর্থ এই দুইয়েরই অভাব হইলে মানুষ লোকচক্ষে হেয় হয়, কিন্তু এই দুইটির একটিও যদি থাকে, তবে কেহই তাহাকে অসম্মানের চক্ষে দেখিতে পারে না।

অতএব আমি চাই না যে, তাহরিক-জদীদের ওয়াকফ-কারিগণ অপদস্থ হয়; আমি ইহাই চাই যে, তাহারা সম্মানিত হয়; কিন্তু তাহাদের সম্মান অর্থের কারণে না হইয়া জ্ঞানের কারণে হউক, এবং আল্লাহ্‌তা'লার ফজলে তাহাদের সেই মর্য্যাদা লাভ হউক যেন দুনিয়ার কোন বড় অপেক্ষা বড় সম্পদশালী লোকও তাহাদিগকে হেয় জ্ঞান করিতে না পারে।

আমার ইচ্ছা, এই পর্য্যায়ে এরূপ একশত ওয়াকফকারী যুবক তৈয়ার হউক, যাহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান ব্যতীত পার্থিব জ্ঞানেও পারদর্শী হয় এবং সেলসেলার যাবতীয় কার্য্য দৃঢ়মনস্কতা ও সাবধানতা সহকারে করিতে সক্ষম হয় এবং ত্যাগ ও কোরবানীর আদর্শ প্রদর্শনকারী হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষা বিষয়ক খরচ ব্যতীত তাহাদিগকে জীবীকাও দান করিতে হইবে এবং এই জীবীকা জন-প্রতি ১৫৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইল। তাহাদের মধ্যে যদি কেহ বিবাহিত হয় তবে তাহাকে ২০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে এবং সন্তান লাভ হইলে প্রত্যেক সন্তান-প্রতি ৩৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে এবং এইরূপে চারিটি সন্তান পর্য্যন্তই দেওয়া হইবে—অর্থাৎ, তাহাদের জীবীকার শেষ সীমা ৩২৲ টাকা পর্য্যন্ত। আমি অনুভব করি, এই জীবীকা অল্প এবং সন্তানের এরূপ সীমা নির্দ্ধারণও ঠিক নয় এবং শীঘ্রই তাহা দূরীভূত করিতে হইবে। কিন্তু যেহেতু আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা এতদপেক্ষা অধিক জীবীকা দিতে অপারগ,

অতএব আমরা ইহা অপেক্ষা অধিক দিতে পারি না এবং তাহারা সন্তুষ্ট চিত্তে এই জীবীকা গ্রহণ করিয়াছেন।

আমি অনুভব করিতে পারিতেছি যে, স্ত্রীর পক্ষেও ৫৲ টাকা এলাউন্স অতি অল্প এবং তাহা বৃদ্ধির আবশ্যক; ছেলে মেয়েদের পক্ষেও ৩৲ টাকা অতি অল্প এবং তাহা বৃদ্ধির আবশ্যক; তদ্রূপ ছেলেমেয়ের সীমা নির্দ্ধারণও ঠিক নয়—কারণ, বংশবৃদ্ধি জাতির দিক দিয়া কল্যাণকর। যাহাহউক, বর্ত্তমানে আর্থিক অনটন বশতঃ আমরা স্ত্রীর জন্য ৫৲ টাকা এবং ছেলেমেয়েদের জন্য জনপ্রতি ৩৲ টাকাই নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম। কিন্তু কোন সময় বৃদ্ধি করিলেও, আমার বোধ হয়, সর্ব্বোত্তম শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্যও আমাদিগকে ৫০৲ টাকার অধিক জীবীকা-এলাউন্স দিতে হইবে না।

সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার এক ভুল এই হইয়াছে যে, কর্ম্মচারীদের বেতনের বজেট সফর খরচের বজেট অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে। অথচ, কাজে সফলতা লাভের পক্ষে সফর খরচের বজেট বেতনের বজেট অপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত। তখন হয়ত অসুবিধার কারণে ইহা করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহরিক-জদীদের কার্য্যকে এই ভ্রম হইতে মুক্ত রাখা উচিত। আমার ইচ্ছা যে, তাহরিক-জদীদকে এরূপ পদ্ধতিতে চালাই, যেন ইহার সফর খরচের বজেট, কর্ম্মচারিগণের এলাউন্সের বজেট অপেক্ষা অধিক হয়। আমার ধারণা মতে, ভ্রমণকারিগণের বজেট কয়েক গুণ অধিক হওয়া উচিত—অন্ততঃ তিনগুণ অধিক হওয়া উচিত। অর্থাৎ, যদি ১০০৲ টাকা মুঞ্জুর করা হয়, তবে ২৫৲ টাকা কর্ম্মচারিদের জন্য এবং ৭৫৲ টাকা পুস্তিকাদি প্রকাশ, যাতায়াতের ভাড়া ইত্যাদির জন্য খরচ হওয়া উচিত।

এই পদ্ধতিতে কাজ না করিলে কয়েক প্রকারের অসুবিধা হইবে। যথা—যদি পুস্তিকাদি না থাকে, যাতায়াতের ভাড়ার টাকা না থাকে, বিজ্ঞাপন ছাপাইবার টাকা না থাকে, কোথাও চিকিৎসালয় খুলিবার টাকা না থাকে, তবে কেবল লোক দিয়া আমরা কি করিব? তাহারা ত হাতের উপর হাত রাখিয়া বসিয়া থাকিবে এবং কাজ আটকিয়া যাইবে। অতএব লোকের জন্য যে খরচ হয় তদপেক্ষা কয়েকগুণ অধিক খরচ পুস্তিকাদি প্রকাশ, চিকিৎসালয় স্থাপন, যাতায়াতের ভাড়া, স্কুল প্রতিষ্ঠা, গরীব ছাত্রদিগকে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দেওয়া ইত্যাদি কাজের জন্য হওয়া উচিত।

অতএব আমার আন্দাজ এই যে, যদি কর্ম্মচারীদের বেতনের জন্য ২৫৲ টাকা খরচ হয়, তবে ভ্রমণকারীর জন্য ৭৫৲ টাকা খরচ করিতে হইবে। ইহা নূনতম আন্দাজ। তাহরিক-জদীদের কার্য্যকে এই নীতি অনুযায়ী পরিচালিত করাই আমার ইচ্ছা।

সুতরাং যাহারা বিনা টাকায় কাজ করিতে প্রস্তুত তাহাদেরই এই কার্য্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করা উচিত। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার অনুগ্রহে আমাদিগকে এরূপ আত্মার যুবক দিয়াছেন। এই ওয়াক্‌ফ্‌কারিগণের মধ্যে একজন উকীলও আছেন। তাঁহার পিতার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে। তিনি তাঁহার এলাকার একজন সম্ভ্রান্ত লোক এবং তিনি কেন্দ্রীয় এসেমব্লীর ভোটার। তিনি বিবাহিত, কিন্তু আমরা তাহাকে বিশ টাকাই দেই এবং তিনি তাহা সানন্দেই গ্রহণ করেন; অথচ তিনি ওকালতী করিলে শত দেড়শত টাকা নিশ্চয়ই উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু তিনি নিজকে ওয়াক্‌ফ্‌ করিয়াছেন এবং অল্প এলাউন্সের উপরই ওয়াক্‌ফ্‌ করিয়াছেন। আমি-ত এরূপ ওয়াক্‌ফ্‌কে বিনা বেতনে কাজ করার মতই মনে করি। কারণ, আমরা যাহা কিছু দেই তাহা না দেওয়ারই মত।

এরূপ আরো কতিপয় গ্রাজুয়েট আছে যাহারা অন্যত্র কাজ করিলে অনেক উপার্জ্জন করিতে পারিত। কিন্তু তাহারা সানন্দে এবং প্রফুল্লচিত্তে নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। অতএব তাহ্‌রিক-জদীদের ওয়াক্‌ফ্‌কারিগণ কিছু জীবীকা গ্রহন করিলেও তাহাদিগকে বিনা বেতনে কাজ করে বলিয়া মনে করিতে হইবে। কারণ তাহাদিগকে যে জীবীকা দেওয়া হয় তাহা তাহাদের প্রয়োজন এবং যোগ্যতা অপেক্ষা অনেক অল্প।

রিজার্ভ ফাণ্ড

আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদের বিনা বেতনে কর্ম্মী মিলিলেও আমরা এই সকল কর্ম্মীদ্বারা যে কাজ করাইতে চাই, সেই কার্য্যের জন্য মূলধন আবশ্যক—কিছু ত কর্ম্মীদের যৎসামান্য জীবিকার জন্য আবশ্যক, কিছু বিদেশে ইসলাম প্রচার ও পুস্তিকাদি বিতরণের জন্য আবশ্যক। টাকার অভাবেই আমাদের জমাতের লোক পুস্তক পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। অতএব আমার ইচ্ছা এই যে, এরূপ বিনা বেতনে যথায় কর্ম্মীগণ কাজ করিবে তথাকার দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর জন্য টাকার এক রিজার্ভ ফাণ্ড সম্পত্তির আকারে থাকুক, যেন কখনো জমাত হইতে চাঁদা না পাইলে, বা চাঁদা আদায় করা না গেলে, তবলীগের কাজ বাধাপ্রাপ্ত না হয়, এবং এরূপ এক স্থায়ী ফাণ্ড হয় যদ্বারা সমুদয় কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে।

আমি আজ হইতে কতক বৎসর পূর্ব্বে ২৫ লক্ষ টাকার এক রিজার্ভ ফাণ্ডের তাহ্‌রিক করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা স্বপ্ন জগতেই রহিয়াছে। যাহা হউক, আল্লাহ্‌তা'লা এই তাহরিক-জদীদের সাহায্যে পুনরায় রিজার্ভ ফাণ্ড সংগ্রহ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। এরূপ সম্পত্তিতে এই টাকা লাগান হইয়াছে এবং হইতেছে যাহার স্থায়ী আয় বাৎসরিক ২৫,৩০ হাজার টাকা হইতে পারে।

যদি আমরা ১০০ ওয়াক্‌ফকারী রাখি এবং তাহাদের প্রত্যেকের মাসিক খরচ গড়ে ৫০৲ টাকা হয় তবে মোট খরচ মাসিক পাঁচ হাজার এবং বাৎসরিক ৬০ হাজার টাকা হয়। ইহা কেবল কর্ম্মীদের খরচ, এবং আমি বলিয়াছি যে, সফরকারীদের খরচ তদপেক্ষা তিন গুণ অধিক হওয়া উচিত। অতএব **বাৎসরিক দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার আবশ্যক।** ইহা যদিও শুধু কল্পনা বলিয়া বোধ হয়, তথাপি যে ভাবে তাহরিক জদীদের টাকা দ্বারা স্থায়ী সম্পত্তি খরিদ করা হইতেছে তাহাতে বাৎসরিক ৩০, ৪০ হাজার টাকা আয় হইতে পারে, বরং খোদা চাহেত তদপেক্ষাও অধিক হইতে পারে। ২৪ জন যুবকের খরচের বজেট বাৎসরিক ৬০ হাজার টাকা হয়। অতএব এই সম্পত্তি দ্বারা ২৪ জন যুবকের খরচ প্রায় হইয়া যায়। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের এখনো ৬ বৎসর বাকী আছে। আমি আশা করি আমাদের জমাত চেষ্টা করিলে খোদাতা'লার ফজলে অনায়াসে এরূপ সম্পত্তি করিতে পারে যদ্বারা তবলীগ কার্য্য উত্তমরূপে চলিতে পারে এবং তজ্জন্য পরে বিশেষ কোন প্রচেষ্টা করিতে না হয়। কিন্তু এই জন্য জমাতের অতীতের কোরবাণীর আদর্শ কায়েম রাখা উচিত, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তম আদর্শ কায়েম করিতে চেষ্টা করা উচিত।

তাহরীক-জদীদের কার্য্য স্থায়ী সদ্‌কার কাজ করিবে। যাহারা ইহাতে অংশ গ্রহণ করিবে তাহারা এই দ্বীনের তবলীগের ফলে যাহা তাহাদের টাকা দ্বারা সাধিত হইবে, মৃত্যুর সহস্র সহস্র বৎসর পরও সোয়াব হাসেল করিতে থাকিবে।... তাহরিক-জদীদের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে তোমরা হয়তঃ আরো ছয় বৎসর কোরবাণী করিবে। কিন্তু ইন্‌শা-আল্লাহ্‌ শত সহস্র বৎসর যাবৎ তোমাদের টাকা দ্বারা ইসলাম প্রচার হইতে থাকিবে এবং তোমাদে মৃত্যুর পরও তোমরা সোয়াব পাইতে থাকিবে।

পঞ্চম বর্ষের চাঁদা

আমি গত বৎসর বলিয়াছিলাম যে, তাহরিক-জদীদের প্রথম পর্য্যায়ের প্রথম বৎসর যে যত চাঁদা দিয়াছিল, ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের প্রথম বৎসরও সেই পরিমাণ চাঁদা দিতে পারে এবং তৎপর প্রত্যেক বৎসর শত-করা দশ টাকা করিয়া কমাইতে পারে। **অদ্য আমি দ্বিতীয় পর্য্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষের চাঁদার ঘোষণা করিতে** যাইয়া পুনরায় বলিতেছি যে, সাধারণ নিয়ম এই যে, বন্ধুগণ গত বৎসর যে যত চাঁদা দিয়াছিলেন এ বৎসর ইচ্ছা করিলে তদপেক্ষা শত-করা দশ টাকা কম দিতে পারেন,—অর্থাৎ, কেহ ১০০৲ টাকা দিয়া থাকিলে, ৯০৲ টাকা দিতে পারেন, ৫০৲ টাকা দিয়া থাকিলে, ৪৫৲ টাকা দিতে পারেন, ২০৲ টাকা দিয়া থাকিলে, ১৮৲ টাকা দিতে পারেন। কিন্তু আমি একথাও বলিয়া দিতেছি যে, যে ব্যক্তি সঙ্গতি রাখিয়াও চাঁদা কমাইয়া দেয়, সে নিজ হাতে নিজ ইমানের ক্ষতি সাধন করে। এই অনুমতি আমি কেবল এই কারণে দিয়াছি যে, আমি জানি, প্রথমতঃ কেহ কেহ আবেগের বশে নিজ ক্ষমতাপেক্ষা অনেক অধিক চাঁদা দিয়াছিল। এরূপ লোকদের জন্য এরূপ কম করা ছাড়া উপায় নাই। তাহাদের জন্যও এই অনুমতি এই উদ্দেশ্য দেওয়া হইয়াছে যে, প্রথম বৎসর অপেক্ষা কম দেওয়ার কারণে যেন তাহাদের হৃদয় বিষণ্ন না হয় এবং তাহারা যেন মনে মনে বলিত পারেন যে, "অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এ বৎসর আমি ততটুক কোরবাণী করিয়াছি যতটুক সেলসেলা আমার নিকট হইতে চাহিয়াছে।" ফলতঃ, কেবল চিত্ত বিষণ্ন না হওয়ার জন্য আমি এই সর্ত্ত রাখিয়াছি; নতুবা আমার ইচ্ছা এই যে, প্রত্যেক বৎসর আমি আপন চাঁদা কিছু না কিছু বৃদ্ধি করিব। আরো কতিপয় বন্ধু আছেন যাঁহারা আপন চাঁদা কেবল বৃদ্ধিই করিয়াছেন, লাঘব করেন নাই।

পক্ষান্তরে, এরূপ লোকও আছে যাহারা সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও চাঁদা কম দিয়াছে। আমি এরূপ সমস্ত লোককে, এবং যাহারা কোরবানীর পূর্ব্ব আদর্শ কায়েম রাখিতে বা বৃদ্ধি করিতে অক্ষম তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি যে, যাহারা পূর্ব্ব বৎসর নিজ ক্ষমতাপেক্ষা কম চাঁদা দিয়াছে তাহারা নিজ শৈথিল্যের প্রতিকার করুক এবং খোদাতা'লা তাহাদের জন্য পুণ্যার্জ্জনের অপর যে সুযোগ দিয়াছেন তাহা দ্বারা তাহারা উপকৃত হউক, যাহারা পূর্ব্বকার আদর্শ কায়েম রাখিতে পারে

তাহারা নিজ নিজ আদর্শ কায়েম রাখুক এবং যাহারা এই আদর্শ উচ্চতর করিয়া আরো অধিক কোরবানী করিতে পারে তাহারা আরো অধকি কোরবানী করুক। আল্লহ্‌তা'লার নিকট সোয়াবের অভাব নাই। যদি তোমরা অধিক কোরবানী করিতে পার তবে অধিক প্রতিদান পাইবে, আর যদি কম কোরবানী কর তবে খুব সম্ভব কেয়ামতের দিন তোমরা যাহারা নিজকে এম-এ মনে করিতেছ এণ্ট্রেন্স পাস প্রতিপন্ন হইবে এবং একজন এণ্ট্রেন্স পাস হয়তঃ কেয়ামতের দিন এম-এ প্রতিপন্ন হইবে। অতএব যাহারা পূর্ব্বে দুর্ব্বলতা দেখাইয়াছে এখন তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কোরবানী করতঃ পূর্ব্বকার শৈথিল্যের প্রায়শ্চিত্ত করুক, যেন খোদাতা'লার সমীপে তাহাদের নাম দুর্ব্বল লোকদের শ্রেণীতে লিখা না হয়, বরং এরূপ লোকদের শ্রেণীতে লিখা হয় যাহারা ধর্ম্মের পতাকা উড্ডীন রাখিবার জন্য সর্ব্ব-শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে।

কতিপয় কোক এরূপও আছে যাহাদের আর্থিক অবস্থা খোদাতা'লার ফজলে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে। এরূপ লোকদের পক্ষে চাঁদা কম করা অজ্ঞতার কাজ হইবে। খোদাতা'লা যেহেতু তাহাদের সহিত বিশেষ ব্যবহার করিয়াছেন অতএব তাহাদেরও উচিত খোদাতা'লার আহ্বানে বিশেষ ভাবে সাড়া দেওয়া। অতএব যাহাদের আর্থিক অবস্থা খোদাতা'লা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নততর করিয়া দিয়াছেন তাহারা চাঁদা কম করার পরিবর্ত্তে বৃদ্ধি করিয়া দিক এবং যাহারা বৃদ্ধি করিতে অক্ষম তাহারা পূর্ব্ব আদর্শ কায়েম রাখুক। আমি স্বয়ং গত বৎসর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাঁদা দিয়াছি এবং কঠোর ঋণগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও এখনও অধিক দিবারই বাসনা রাখি। আরো কতিপয় বন্ধু আছেন যাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাঁদা দিয়াছেন।

জনৈক বন্ধু অতি মহান আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি চাকুরী হইতে রিটায়ার করা বশতঃ প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা পাইয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার আর কোন কাজ কারবার নাই এবং অতি বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। এই প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডই তাঁহার এক মাত্র সম্বল। অথচ এই প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা পাওয়া মাত্রই তিনি সাত বৎসরের টাকা একত্র প্রেরণ করিয়া লিখিয়াছেন, "এই টাকা আমার নামে দফ্‌তরে আমানত রাখিয়া প্রত্যেক বৎসর এই পরিমাণ টাকা তাহরিক-জদীদে কাটিয়া রাখা হউক, আমি এখন বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত, কখন মরিয়া যাই বলা যায় না এবং পুনর্ব্বার চাঁদা দিবার ক্ষমতা পাই কি না তাহাও বলা যায় না। অতএব আমি **ভবিষ্যৎ সাত বৎসরের চাঁদা একত্র** প্রেরণ করিতেছি। কি উচ্চ স্তরের আন্তরিকতা এবং আনন্দদায়ক আদর্শ! এরূপ লোকের জন্য জমাত যতই গৌরব প্রকাশ করে তাহা কম। এরূপ আরো কতিপয় লোক আছেন যাহারা দুই বা তিন বৎসরের চাঁদা একত্র প্রেরণ করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন ভবিষ্যতে হয়ত আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হইয়া যাওয়ার ফলে সোয়াব হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইতে পারি। অতএব ভবিষ্যতের চাঁদাও এখনই দিয়া ফেলা উত্তম মনে করি"।

তাহরিক-জদীদকে কৃতকার্য্য করিবার জন্য যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নাম খোদাতা'লা বিশেষ লোকদের শ্রেণীভুক্ত করিবেন। কারণ, তাঁহাদের চাঁদা দ্বারা ইসলাম প্রচারের জন্য এক রিজার্ভ ফাণ্ড কায়েম করা যাইবে। **আমার বিশ্বাস তাহরিক-জদীদের কাজে যাঁহারা যোগদান করিয়াছেন তাঁহারা বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী সাহাবাগণের (রাঃ) ন্যায় খোদাতা'লার বিশেষ ফজলের অধিকারী হইবেন।**

মিনারাতুল্-মসিহ

বস্তুতঃ কোন কোন কাজ এত গুরুত্বপূর্ণ হয় যে, দুনিয়াতে তাহা চির-স্মরণীয় হইয়া থাকে, এবং শত শত বৎসর পরের বংশধরগণ তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারে না। যথা—এই মিনারাতুল-মসিহ সম্বন্ধে হজরত মসিহ মাউদ লিখিয়াছেন যে, যাহারা ইহাতে ১০০৲ টাকা চাঁদা দিবেন তাঁহাদের নাম ইহাতে ক্ষুদিত করা হইবে। এখন দেখুন, যাঁহারা ইহাতে হিস্যা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম দুনিয়াতে চিরতরে স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ কায়েম থাকিবে এবং ভবিষ্যদ্বংশধরগণ তাঁহাদের জন্য দোয়া করিতে থাকিবেন। তদ্রূপ প্রাথমিক অবস্থার কতিপয় জলসায় যোগদানকারী মেহমানগণের নাম হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এখন যতই শতাব্দী অতিবাহিত হউক না কেন, তাঁহাদের নাম সেই সকল গ্রন্থে বিদ্যমান থাকিবে। আমি মনে করি তাহরিক-জদীদের কাজও এই শ্রেণীভুক্ত। আল্লাহ্‌তা'লা ইহার সাহায্যে জমাতের সরল-প্রাণ নিষ্ঠাবান লোকদের একটী চিরস্থায়ী স্মৃতি কায়েম করিতে চান এবং তাঁহাদের আত্মাকে

চিরতরে সোয়াব পৌছাইতে চান। কারণ, এই কার্য্য দ্বারা ইসলাম প্রচারের এক স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

অতঃপর 'আল্‌ফজলে' প্রকাশিত কাজী আকমল সাহেবের এক প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া হজরত খলিফাতুল-মসিহ বলেন,—হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) এক 'কাশ্‌ফ্' তাহরিক-জদীদ দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) দেখেন, এক গৃহে দুই ব্যক্তি উপবিষ্ট আছেন— এক জন মাটির উপর, আর এক জন ছাদের নিকটবর্ত্তী। প্রথমতঃ মৃত্তিকায় উপবিষ্ট ব্যক্তির নিকট তিনি এক লক্ষ সিপাহী চাহিলে সেই ব্যক্তি কোন উত্তর না দিয়া চুপ থাকে। অতঃপর ছাদের নিকটবর্ত্তী আকাশ-মুখী ব্যক্তির নিকট এক লক্ষ সিপাহী চাহিলে, তিনি উত্তর করিলেন, "এক লক্ষ নয়, পাঁচ হাজার সিপাহী দেওয়া হইবে"। হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এই উত্তর শুনিয়া মনে মনে বলিলেন, "পাঁচ হাজার অল্প হইলেও খোদা চাহিলে অল্পই অধিকের উপর বিজয়ী হইতে পারে এবং তিনি কাশ্‌ফী অবস্থায়ই এই আয়েত পাঠ করেন— كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة

কাজী সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাহরিক-জদীদ দ্বারা এই কাশ্‌ফ্ পূর্ণ হইতেছে এবং তিনি তাহ্‌রিক-জদীদের অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী মুন্সি বরকত আলী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, তাহরিক-জদীদের চাঁদায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণের সংখ্যা ৫৪২২। পাঁচ হাজার চারি শত বাইশ প্রকৃত পক্ষে পাঁচ হাজারই বটে। কারণ, প্রত্যেক জমাতেই কিছু না কিছু লোক এরূপ হয়, যাহারা ওয়াদা করে বটে, কিন্তু তাহা পূর্ণ করিতে পারে না।

অতঃপর হজরত খলিফাতুল-মসিহ (আইঃ) বলেন যে, দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার নিজ হৃদয়েও এই ভাব জাগ্রত হইয়াছিল যে, তাহরিক-জদীদে অংশ গ্রহণকারী লোকদের উপর হজরত মসিহ্ মাউদের উক্ত কাশ্‌ফ্ বর্ত্তে।

অতঃপর হজরত খলিফাতুল-মসিহ (আইঃ) বলেন যে, তাহরিক-জদীদে অংশ গ্রহণকারী বন্ধুগণের নাম চিরস্থায়ী রাখিবার জন্য তিনি এক ব্যবস্থা কল্পনা করিয়াছেন যাহা পরে সময় মত বর্ণনা করা হইবে। হজরত খলিফাতুল-মসিহ বলেন,—

"যাহাদিগকে খোদাতা'লা নিজ 'লশকর' বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং যাহাদের সাহায্যে দুনিয়াতে ইসলামের বিজয়ের উপায় করা হইবে, সেই জমাতকে কেহই ধ্বংস করিতে পারিবে না। কিন্তু তাঁহাদের একটা চিরস্থায়ী স্মৃতি-চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের কর্ত্তব্য। কারণ, **যাঁহারা এই "জেহাদে-কবীর" বা মহা-রণে শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবেন তাঁহাদের এই 'হক' আছে যে, ভবিষ্যদ্বংশধরগণের মধ্যে তাঁহাদের নাম সম্মানের সহিত স্মরণ করা হয়, এবং তাঁহাদের জন্য দোয়ার সিলসিলা জারি থাকে।** এই উদ্দেশ্যে আমি এক অতি সঙ্গত সমীচীন পরিকল্পনা স্থির করিয়াছি।

এই উপক্রমণিকার পর আজ আমি পঞ্চম বর্ষের চাঁদার ঘোষণা করিতেছি। বন্ধুগণের উচিত যে, তাঁহারা "সাবেকুনাল-আওয়ালুন" শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করেন। আমি চাঁদার শর্ত্তও বর্ণনা করিয়া দিয়াছি। আমি বলিয়াছি যে, কানুন এই যে, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা দশ টাকা কম করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন প্রকৃত মোমেনের পক্ষে কার্য্যতঃ বাধ্য হইলেই এই অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। যদি কেহ কার্য্যতঃ বাধ্য না হয়, বা বাধ্য হইলেও তাহার ইমান এবং এখলাস তাহাকে পিছে হটিতে না দেয়, তবে তাহার প্রতি আমার এই উপদেশ যে, পূর্ব্ব স্থানে দণ্ডায়মান থাক, বরং পারিলে আরো অগ্রসর হইতে চেষ্টা কর। অবশ্য এ বৎসর চাঁদার খুব চাপ, কিন্তু যে কাজ আমাদের সামনে রহিয়াছে, তাহা অতি বৃহৎ—অর্থাৎ, ইসলাম প্রচারের জন্য স্থায়ী উপায় সৃষ্টি করা। যাঁহারা এই কার্য্যে বিপদের পরওয়া না করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন, তাঁহারাই ভবিষ্যদ্বংশধরগণের মধ্যে সসম্মানে স্মৃত হইবার যোগ্য হইবেন। অসুবিধা সকলেরই হয়। কেহ যদি পিছে হটিয়া যায় এবং সেই অবস্থায়ই অপর এক ব্যক্তি পিছে না হটে, তবে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি যে অসুবিধার কথা বলিয়াছিল তাহা ঠিক নয়, কেননা সেই অবস্থায়ই অপর এক ব্যক্তি কোরবাণী করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

নূতন আহমদীগণের প্রতি

যাঁহারা নূতন আহমদী হইয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি সম্বোধন করিয়া বলিতেছি যে, খোদাতা'লা তাঁহাদের উপর বিশেষ ফজল করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহাদিগকে সত্য ধর্ম্ম-

পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; অন্য কথায় তাঁহাদের খোদা তাঁহাদের লাভ হইয়াছেন। এখন তাঁহাদের উপরও দায়িত্ব বর্ত্তিয়াছে এবং অন্যান্য অপেক্ষা আগে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। তাঁহাদের জন্য আমি এই অনুমতি দিতেছি যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পূর্ব্ব বৎসরের চাঁদাতেও যোগ দিতে পারেন।

তদ্রূপ পূর্ব্বে যাহারা এই তাহরিক সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন না, বা যাহারা পূর্ব্বে নিঃস্ব ছিলেন তাহারাও এখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের চাঁদায় সামেল হইতে পারেন। যথা কেহ হয়ত পূর্ব্বে পাঠ্যাবস্থায় ছিলেন, এখন চাকুরিয়া হইয়াছেন, বা বেকার ছিলেন, এখন কোন কাজ পাইয়াছেন। এরূপ সকল লোক হইতেই পূর্ব্ব চারি বৎসরের চাঁদাও গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু যাহারা জানিয়া শুনিয়া সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও পূর্ব্বে ইহাতে যোগদান করেন নাই, তাহারা কেবল বর্ত্তমান নূতন বৎসরেই সামেল হইতে পারেন, পূর্ব্ব বৎসরে নয়।

স্মরণ রাখিও, এক অতি মহা কাজ আমাদের সম্মুখে দেখিতেছি। এক মহারণ শয়তানের সঙ্গে লড়িতে হইবে। যাঁহারা ইহাতে যোগদান করিবেন তাঁহারা আল্লাহ্‌তা'লার 'রেজা' এবং তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ করিবেন। ইহা খোদাতা'লার কাজ এবং ইহা পূর্ণ হইবেই। তোমরা যদি ইহা না কর, তোমাদের প্রতিবেশিগণ ইহা করিবে। তাহারাও না করিলে অন্য কেহ করিবে। 'গয়েব' হইতে ইহার কৃতকার্য্যতার উপায় সৃষ্টি হইবে।

অতএব এই পরীক্ষার সময় তোমাদের প্রত্যেকে ইসলাম ও আহমদীয়তের জন্য প্রয়োজনীয় কোরবাণী পেশ কর এবং নিজ ইমান, আমল ও কোরবাণী দ্বারা প্রমাণ করিয়া দাও যে, তোমরা পূর্ব্ববর্ত্তী জমাত হইতে পিছে থাক নাই, বরং অধিক অগ্রসর হইয়াছ।

আল্লাহ্‌তা'লার নিকট এই প্রার্থনা, তিনি আমাদের জমাতের বন্ধুগণের হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দিন যেন তাঁহারা "পাঁচ হাজার সিপাহীর লস্করভুক্ত" হইবার গৌরব লাভ করিতে পারেন যাহাদের সংবাদ হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এক 'কাশ্‌ফ্‌' যোগে দিয়া গিয়াছেন। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমীন।

মিনারাতুল-মসিহ ও চির-স্মরণীয় হইবার দুর্লভ সুযোগ

বাঙ্গালার বন্ধুগণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, বর্ত্তমানে কাদিয়ানস্থ মিনারাতুল-মসিহর মেরামত কার্য্য সম্পাদনের জন্য বন্ধুগণ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করা হইতেছে। মাত্র ৩০ জন বন্ধু হইতে ১০০৲ টাকা করিয়া এই চাঁদা গ্রহণ করা হইবে। চাঁদাদাতাগণের নাম মিনারায় ক্ষুদিত করা হইবে। ৩০ জন পূর্ণ হইয়া গেলে আর কাহারো নিকট হইতে এই চাঁদা গ্রহণ করা হইবে না। মিনারাতুল-মসিহর মর্য্যাদা বন্ধুগণের অবিদিত নাই। এ সম্বন্ধে এই সংখ্যায় প্রকাশিত হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহর (আইঃ) খোৎবার বঙ্গানুবাদ ৫২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বন্ধুগণ শুনিয়া সুখি হইবেন যে, আমাদের বর্ত্তমান প্রাদেশিক আমীর মহোদয় তদীয় মরহুমা ভার্য্যা জোনাব হামিদুন্নেছা খানুম সাহেবার পক্ষ হইতে এই কার্য্যের জন্য মং ১০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে ও তাঁহার বংশধরগণকে উত্তম 'জাজা' দিন—আমীন।

আশা করি বাঙ্গালার অন্যান্য সক্ষম বন্ধুগণ এই অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয়ের সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না।

জেনারেল সেক্রেটারী
বং, প্রাঃ, আঃ, আঃ

প্রকৃত ঈদ

খোদাতা'লার পথে কোরবানী করাই প্রকৃত ঈদ

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফা-মসিহ্‌ সানির (আইঃ) ২৪শে নবেম্বর তারিখে প্রদত্ত খোৎবার সার মর্ম—বঙ্গানুবাদ

তাশাহ্‌হুদ্‌, তা'উজ্‌ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—অদ্য আমরা এখানে 'ঈদ' করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি। আনন্দেরই অপর নাম ঈদ। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আজকের আমাদের এই আনন্দের কারণ কি? কারণ কি ইহাই যে, আজ কতক লোকের ঘরে সেওয়াই পাকান হইয়াছে, বা কতিপয় লোক নূতন পোষাক পরিধান করিয়াছেন, কিম্বা অদ্য ছুটির দিন এবং আমরা কাজ হইতে অবসর হইয়াছি এবং বন্ধুগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি, কিম্বা আমাদের চতুস্পার্শ্বের লোক সকলই প্রফুল্ল দৃষ্ট হয় এবং তাহাদের আনন্দের প্রভাবে আমাদের হৃদয়ও প্রফুল্ল হইয়াছে, কিম্বা এই জন্য যে, অদ্য আমরা রোজার মছিবত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি এবং যখন ইচ্ছা তখনই পানাহার করিতে পারি, কিম্বা এই জন্য যে ইতিপূর্ব্বে আমরা আমাদের সমধর্ম্মাবলম্বীগণের ভয়ে খাইতে পারিতাম না এবং রোজা না রাখা সত্ত্বেও লুকাইয়া লুকাইয়া খাইতে হইত এবং এখন তাহা করিতে হয় না?

এই কারণ সমূহের মধ্যে কোন্‌ কারণে আমরা আনন্দিত হইতে পারি, বা কোন্‌টি যুক্তি সঙ্গত কারণ হইতে পারে?

উপরোক্ত কারণ সমূহ ছাড়া আর একটি কারণ হইতে পারে যে জন্য আজ আমরা প্রফুল্ল হইয়াছি। সেই কারণটি এই যে, আল্লাহ্‌তা'লা আমাদিগকে তাঁহার আদেশ পালন করিবার তৌফিক দিয়াছেন, আমাদের ঘরে খাওয়ার থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যে অনাহারে থাকিতে সক্ষম হইয়াছি।

আমার বোধ হয় প্রত্যেক মোমেনই এই শেষোক্ত কারণটিকেই 'ঈদ' বা আনন্দের কারণ মনে করেন। বস্তুতঃ কোন মোমেনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর খুসীর কারণ আর কি হইতে পারে যে, সে আল্লাহ্‌র পথে সানন্দে কষ্ট বরণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। যে-দিন হইতে এই সৌভাগ্য কোন মোমেনের লাভ হয় সে-দিন হইতেই সে ঈদের অপেক্ষা করিতে থাকে এবং তাহার এই দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, আমি এক দুর্ব্বল বান্দা হইয়াও যখন আল্লাহ্‌তা'লার সহিত 'ওফাদারী' বা বিশ্বস্ততা করিতেছি, তখন আল্লাহ্‌তা'লা—যাঁহার ধনাগার অফুরন্ত এবং যিনি যাবতীয় সুন্দর গুণে গুণান্বিত,—কখনো তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারেন না, বরং তাহা অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বস্ততা ও প্রেম প্রদর্শন করিবেন।

বস্তুতঃ, কোন বান্দা খোদাতা'লার সহিত 'এখ্‌লাস্‌' ও 'তাক্‌ওয়া' সহকারে এমন কোন কোরবানী করে নাই যাহার পরিবর্ত্তে খোদাতালা তাহার সহিত সহস্র গুণ অধিক সদ্ব্যবহার করেন নাই। অতঃপর হজরত ইব্রাহীমের (আঃ) সহিত খোদাতা'লার ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া হজরত আমীরুল-মোমেনীন বলেন—আল্লাহ্‌তা'লা কোরান শরীফে বলেন,—اتخذ وا من مقام ابراهيم مصلى—অর্থাৎ, "হে মানব ইব্রাহিম আমার সহিত যেরূপ আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন, তোমরাও আমার সহিত তদ্রূপ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দেখ, আমি তোমাদের সহিত ঠিক সেই রূপ ব্যবহার করি কি না যেরূপ ব্যবহার ইব্রাহিমের (আঃ) সহিত করিয়াছিলাম।" অনেকে হয়তঃ হজরত ইব্রাহীমের (আঃ) সহিত আল্লাহ্‌-তা'লার ব্যবহার দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া বলিয়া থাকিবে "হায়, আমাদের সহিতও যদি খোদাতা'লা এরূপ ব্যবহার করিতেন"; কিন্তু তাঁহারা কখনো ভাবিয়া দেখে না যে, তাহারাও ত কখনো খোদাতা'লার সহিত ইব্রাহীমের (আঃ) ন্যায় ব্যবহার করে নাই। ইব্রাহীম ত প্রত্যেক বিপদের পরই উহাকে খোদাতা'লার এক অনুগ্রহ মনে করিতেন এবং দুঃখ-বিপদের পর আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্ত্তে বরং তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। এই জিনিষটি সৃষ্টি করিতে পারিলে খোদাতা'লা মানবের সহিত পুনরায় সেই ব্যবহারই করিবেন যাহা তিনি পূর্ব্বে ইব্রাহীমের (আঃ) সহিত করিয়াছিলেন এবং আজও করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন।

ইব্রাহীম (আঃ) পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার সেবা শেষ হইয়াছে, তাঁহার বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার কষ্টও দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহার কোরবানীও শেষ হইয়াছে, তিনি এখন পরলোকের সম্পদসমূহ সন্তুষ্টচিত্তে উপভোগ করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার খোদা জীবীত আছেন। ইব্রাহীমের (আঃ) কোরবানী শেষ হওয়া সত্ত্বেও খোদার 'এনাম' বা বর সমূহ শেষ হয় নাই। ইব্রাহীমের উপযোগী কাজ ইব্রাহীম করিয়াছেন এবং তাঁহার খোদাও স্বীয় সত্তার উপযোগী কাজ করিতেছেন। ইব্রাহীম (আঃ), যিনি নশ্বর ছিলেন, স্বীয় সসীম জীবন খোদার পথে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন এবং খোদাতা'লা, যিনি অবিনশ্বর, নিজ অসীম সত্তাকে ইব্রাহীমের সম্মানার্থ নিয়োজিত করিয়াছেন। যে ব্যক্তিই ইব্রাহীমের (আঃ) পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবে খোদাতা'লাও তাহার সহিত ইব্রাহীমের ন্যায় ব্যবহার করিবেন এবং তাহাকে কখনো পরিত্যাগ করিবেন না, যদিও তাহার আত্মীয়-বন্ধুগণও তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। মৃত্যুর পরও খোদাতা'লা তাহাকে ছাড়িবেন না এবং খোদাতা'লা তাহাকে তখনো ছাড়িবেন না, যখন তাহার বংশধরগণও তাহার নাম ভুলিয়া যাইবে। বান্দার স্মরণ শক্তি কম, কিন্তু আমাদের খোদা "আলীম" ও "কবীর" (বিজ্ঞ ও জ্ঞানী); কোন বস্তু তাঁহার স্মৃতি বা জ্ঞানের বহির্ভূত হইতে পারে না।

অতএব হে বন্ধুগণ! আপনারা নিজ নিজ মনে চিন্তা করিয়া দেখুন, কেন আজ আপনারা আনন্দিত? অতঃপর আপনাদের অন্তরাত্মা যে উত্তর দেয় তদুপরি চিন্তা করিয়া দেখুন যে, আপনাদের ঈদ প্রকৃত ঈদ কি না। আপনাদের অন্তরাত্মা যদি বলে যে, আপনারা আজ এই জন্য আনন্দিত হইয়াছেন যে, অদ্য ছুটির দিন, বন্ধুবান্ধব সকল একত্রিত হইবেন, তবে স্মরণ রাখিবেন, আপনাদের ঈদ অদ্যই শেষ হইবে, এবং আগামী দিনের জন্য কিছুই বাকী থাকিবে না। তদ্রূপ আপনাদের অন্তরাত্মা যদি বলে যে, আপনারা আজ এই জন্য আনন্দ করিতেছেন যে, অন্যান্য সকলে আজ আনন্দ করিতেছে, তবে স্মরণ রাখিবেন আপনাদের প্রতিদান আজই শেষ হইল, ভবিষ্যতের জন্য আর কোন প্রতিদান রহিল না। কিম্বা আপনাদের অন্তরাত্মা যদি এই উত্তর দেয় যে, আপনারা আজ এই জন্য আনন্দিত যে, পূর্ব্বে আপনাদিগকে লুক্কায়িত ভাবে খাইতে হইত, আর অদ্য প্রকাশ্য ভাবে আহার করিবেন এবং কেহই কিছু বলিবে না, তবে স্মরণ রাখিবেন আপনরা কোন সৎ-প্রতি-দানের আশা করিতে পারেন না, বরং আপনারা খোদাতা'লার শাস্তির ভাগী হইবেন, কারণ আপনারা তাঁহার আদেশের অমর্য্যাদা করিয়াছেন। অথবা আপনাদের অন্তরাত্মা যদি এই উত্তর দেয় যে, আজ আপনারা এই জন্য আনন্দিত যে, আজ হইতে আপনারা রোজার 'তকলিফ্' হইতে অব্যাহতি পাইলেন, তবে এক্ষেত্রেও স্মরণ রাখিবেন যে, আপনাদের প্রতিদান আজই শেষ হইবে, পুনঃ পুনঃ স্বর্গীয় প্রতিদান লাভের অধিকারী আপনারা হইবেন না।

পক্ষান্তরে আপনাদের অন্তরাত্মা যদি আপনাদিগকে এই উত্তর দেয় যে, আপনারা আজ এই জন্য আনন্দিত যে, আপনারা আজ স্বর্গীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং স্বর্গীয় আদেশকে অসুবিধা সত্ত্বেও সানন্দে পালন করিতে পারিয়াছেন এবং একদিনও তজ্জন্য কষ্ট অনুভব করেন নাই, বরং উহাকে এক 'রহমত' বা অনুগ্রহ মনে করিয়াছেন, কোন সাজা বা জরিমানা স্বরূপ মনে করেন নাই এবং বারবার এই আদেশ হইলে বারবারই তাহা পালন করিবেন এবং যে পর্য্যন্ত দেহে প্রাণ, মস্তিষ্কে জ্ঞান, ও হৃদয়ে অনুভূতি থাকিবে সে-পর্য্যন্ত কখনো মুখ ফিরাইবেন না, তবে স্মরন রাখিবেন খোদাতা'লাও আপনাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইবেন, আপনাদিগকে গ্রহণ করিবেন এবং চিরকাল আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করিতে থাকিবেন।

অতএব স্মরণ রাখিবেন আপনাদের ঈদ তখনই প্রকৃত ঈদ হইবে যখন উহা শেষোক্ত প্রকারের ঈদ হইবে। নতুবা তাহা এক ক্ষণস্থায়ী বৃথা বস্তু হইবে, এক অভিশাপ স্বরূপ হইবে।

অতএব হে বন্ধুগণ! আপনারা সেই ঈদ তালাস করুন যাহা একত্র সমবেত হওয়া, বা দুই রেকাত নামাজ পড়া, বা খোতবা শ্রবণ করার নাম নয়। প্রকৃত ঈদ ত আমাদের হৃদয়ের সেই আহুতি যাহা খোদার দিকে যায় এবং সেই প্রত্যুত্তর যাহা খোদার তরফ হইতে আসে। প্রকৃত ঈদের পরখ এই যে,—খোদাতা'লার তরফ হইতে যখন যে ভাবে কোরবানীর আহ্বান কর্ণে পৌঁছে তখনই হৃদয় তাহা সানন্দে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয়। যদি কোন কোরবানী কষ্টকর, বোঝা স্বরূপ বোধ হয় তবে শঙ্কিত হওয়া উচিত যে, আপনারা যে কোরবানী করিয়াছেন তাহা 'এখ্‌লাস্' বা আন্তরিকতা-প্রসূত নয় বরং কোন 'নফ্‌সানি' কারণ-প্রসূত। অতএব চিত্ত পুণ্য কাজের দিকে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকা উচিত এবং আত্ম-সংশোধনের জন্য অধিকতর চেষ্টা করা উচিত।

আমি পুনরায় বলিতেছি যে, **খোদাতালার পথে কোরবানী করাই প্রকৃত ঈদ, এতদ্ব্যতীত আর কোন ঈদ নাই।** অতএব যে ব্যক্তি আপনাদিগকে কোরবানীর জন্য আহ্বান করেন, তিনি আপনাদের শত্রু নহেন, বরং আপনাদের প্রকৃত হীতাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং যখনই কোরবানীর আহ্বান শুনিয়া আপনাদের হৃদয়ে সঙ্কোচ বোধ হয়, এবং আহ্বানকারীর প্রতি মন অসন্তুষ্ট হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, আপনারা নিজের মঙ্গল কামনা না করিয়া নিজের সহিত এবং হীতাকাঙ্ক্ষীর সহিত শত্রুতা করিতেছেন। কারণ আহ্বানকারী আপনাদিগকে 'ঈদের' প্রতি ডাকিতেছেন এবং আপনারা 'মাতম' বা শোকের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

অতঃপর হজরত খলিফাতুল-মসিহ্ সানি (আইঃ) বলেন যে, একমাত্র হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার 'দ্বীনের' জন্য কোরবাণী করতঃ তাঁহার আত্মাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই প্রকৃত 'ঈদ' বা আনন্দ লাভ হইতে পারে, নতুবা নয়; এই বিষয়টি হজরত মসিহ্ মাউদের (সাঃ) একটি বাণী দ্বারা অতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন :—

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার পথে সত্যিকারের কোরবাণী করেন তিনিই প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁহার আনন্দই সত্যিকারের আনন্দ। এই আনন্দ আমরা তখনই লাভ করিব যখন মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) মধ্যবর্ত্তীতায় আমরা তাহা পাইব। কেহ বুঝুক আর না-ই বুঝুক, মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কেবল খাতামুল্-আম্বিয়াই নহেন, বরং তিনি খাতামুল্-ইনসানও বটেন। বস্তুতঃ তাঁহার পর এখন মানুষও প্রতিচ্ছায়ারূপী মানুষ।

অতএব যদি কেহ আনন্দ লাভ করিতে চায়, তবে তাহাকে প্রথমতঃ মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) আত্মাকে আনন্দিত করিতে হইবে। মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) আত্মা আনন্দিত হইলে পর সেই আনন্দ তাহার নিকটও আসিবে। যদি কেহ সোজাসুজি ভাবে আনন্দ লাভ করিতে চায় তবে তাহা তাহার গ্রীবাদেশে আটকিয়া তাহার মৃত্যুর কারণ হইবে এবং সে ঈদের দিন না দেখিয়া, তাহার মৃত্যুর দিন দেখিবে।

পক্ষান্তরে যদি সে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) হৃদয়ে আনন্দ দান করে তবে সেই আনন্দ উত্তম জমিনে, উত্তম ঋতুতে, উত্তমরূপে প্রস্তুত ভূমিতে বপিত এবং সময়মত জল প্রাপ্ত হইয়া ফলে ফুলে সুশোভিত উত্তম বীজের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং এক 'দানা' হইতে সহস্র দানায় পরিণত হইবে এবং পরিপক্ক, কর্ত্তিত ও তোষ হইতে পৃথক কৃত হইয়া তাহার জন্য স্বপ্নাতীত আনন্দের ফসল আনয়ন করিবে এবং ফেরেস্তাগণ তখন বলিবে, "ইহা সেই আনন্দ-বীজ যাহা তুমি মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) অন্তরে বপন করিয়াছিলে; তোমার ফসল পাকিয়াছে এবং আমরা তাহা কাটিয়া তোমার নিকট আনিয়াছি। তোমার আমানত তোমাকেই দেওয়া গেল, মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) ইহার কোন আবশ্যক নাই।"

বন্ধুগণ! আমি বিভিন্ন রূপে এই পাঠ আপনাদিগকে পড়াইয়াছি, কিন্তু অতি অল্প লোকই তাহা শিক্ষা করিতে পারিয়াছেন। অধিকাংশ লোকই শোনে এবং ভুলিয়া যায় এবং এই জন্য খোদাও তাহাদিগকে ভুলিয়া যান। হায়! সেই দিন কবে আসিবে যখন তোমরা প্রত্যেকেই এই পাঠ চিরতরে শিখিয়া লইবে এবং তোমাদের খোদাও তোমাদিগকে এরূপ ভাবে স্মরণ করিয়া লইবেন যে, অতঃপর তোমরা কখনো তৎকর্ত্তৃক বিস্মৃত হইবে না। আল্লাহুম্মা-আমীন।

এখন বন্ধুগণ সকলে মিলিয়া দোয়া করেন যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দেন এবং আমাদিগকে প্রকৃত মোমেন হইবার তৌফিক প্রদান করেন।

(অতঃপর সমবেত সকলকে নিয়া দোয়া করা হয়)।

জগৎ আমাদের

বিদেশীয় সংবাদ

লণ্ডন—আমাদের লণ্ডন মসজিদের ইমাম এবং মিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান পরিচালক জনাব্ মৌলানা আব্দুর রাহীম দরদ সাহেব কোরান করীমের ইংরাজী অনুবাদ কার্য্যে রত হজরত মৌলানা শের আলী সাহেব সমভিব্যাহারে কাদিয়ান প্রত্যাগমন করায় বর্ত্তমানে মৌলানা জালালুদ্দীন শামস্ সাহেব লণ্ডন মিশনের চার্জ্জে আছেন। মৌলানা দরদ ও হজরত মৌলানা শের আলী সাহেবের সঙ্গে হজরত সাহেবজাদা নাসের আহমদ সাহেব, সাহেবজাদা মোজাফ্ফর আহমদ সাহেব ও সাহেবজাদা মোবারক আহ্মদ সাহেবও কাদিয়ান আগমন করিয়াছেন। হজরত আমীরুল্-মোমেনীন (আইঃ) তাঁহাদিগকে বাটালা ষ্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া কাদিয়ান আনয়ন করেন।

লণ্ডনে আমাদের প্রবাসী ভ্রাতা শেখ মনজুর আলী শাকের সাহেব হটাৎ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। انا لله وانا اليه راجعون খোদাতা'লা তাঁহার মগফেরাত করুন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন। স্বাধীন জীবিকার্জ্জন ও তবলীগ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

হংকং—চৌধুরী মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব (তাহরীক জদীদ বিভাগের মোবাল্লেগ) জানাইতেছেন যে, ১০ই অক্টোবর শেখ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব (তাহরীক জদীদ বিভাগের অন্যতম মোবাল্লেগ) কোন জিনিষ খরিদ করিবার জন্য কেণ্টন গমন করেন। কিন্তু ১২ই অক্টোবর জাপনীরা দক্ষিণ চীনে যে আক্রমণ চালায় তাহাতে কালুন—কেণ্টন রেলওয়ে ধ্বংস হয় এবং সেখ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব রেলওয়ে পথ বিধ্বস্ত হওয়ার কেণ্টনেই আটক হইয়া পড়েন। এখন পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সংবাদ নাই, বন্ধুগণ দোয়া করুন যেন খোদাতা'লা তাঁহাকে আপন হেফাজতে রাখেন এবং তিনি সর্ব্বকুশলে স্বীয় কার্য্যস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সুমাত্রা—মৌলবী রহমত আলী সাহেব জাভা হইতে লিখিতেছেন যে, ইতিমধ্যে তিনি নানা স্থানে তবলীগী ভ্রমন করেন। স্থান সমূহের নাম তিনি দিয়াছেন। অনেকে বয়েত নামা পূর্ণ করিয়া হজরত আমীরুল মোমেনীনের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। মৌলবী সাহেব আরো লিখেন যে জাভার প্রসিদ্ধ সহর বঞ্জর নগরে আজকাল খৃষ্টধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বহু মোসলমান খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে। তথাকার মোসলমানগণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আশা করা যায় তিনি এখন সেখানে আছেন। আল্লাহ্তা'লা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জয়ী করুন এবং তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি দিন। কারণ, ইতিপূর্ব্বে তাঁহার পীড়ার সংবাদ আমরা প্রাপ্ত হই। মৌলবী মোহাম্মদ সিদ্দিক সাহেবের পত্রে জানা যায় যে, সুমাত্রার কাজীগণকে আহমদীদের বিবাহ পড়াইতে তত্রৈত্য রাজা নিষেধাজ্ঞা করেন। ইহাতে বিশেষ অসুবিধা হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ, আইন অনুযায়ী বিবাহ প্রাইভেট ভাবে পড়াইতে গেলেও জরিমানা ও জেলের আশঙ্কা ছিল। আল্হামদুলিল্লাহ্, এখন বহু যত্ন ও চেষ্টা পর আমাদের মোবাল্লেগ আহমদিগণের বিবাহ পড়াইবার অনুমতি লাভ করিয়াছেন।

সেখানকার এক গয়ের-আহমদী আলেম পত্রিকাদিতে এক প্রবন্ধে লিখেন যে রসুল করীম (সাঃ) ৭ জন বিবীকে তালাক দেন। আমাদের মোবাল্লেগ ব্যতীত অন্য কেহ তাহার প্রতিবাদ করে নাই। আমাদের মোবাল্লেগের এই প্রতিবাদ মূলক প্রবন্ধ একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্র ৭ সংখ্যায় পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ করেন। অন্যান্য পত্রিকাওয়ালাগণও তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত, অন্য প্রবন্ধও এক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। আল্হামদুলিল্লাহ।

মরিশাস—রোজহিল হইতে আমাদের মোবাল্লেগ হাফেজ জামাল আহমদ সাহেব জানাইতেছেন যে, আমাদের জমাতভুক্ত সম্ভ্রান্ত ভ্রাতা আহ্মদ ইব্রাহীম সাহেব এবার হজ করিবেন। তাঁহার সঙ্গে একজন গয়ের-আহ্মদী সুরাতী ধনকুবেরও যাইবেন। হজ ব্রত পালনের পরে তাঁহারা কাদিয়ান যাইবেন। খোদাতা'লা তাঁহাদিগকে তৌফিক দিন এবং তাঁহাদের সফর বা-বরকত হউক।

কলম্বো—মৌলবী আব্দুল্লাহ্ সাহেব কলম্বো হইতে লিখিতেছেন যে, চলিত বৎসরে কালিকোট, কানালুর, বাঙ্গাড়ী, কোডালী ও বাঙ্গালোরে তবলীগী ভ্রমণ করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে আলাপ পরিচয় ও বক্তৃতা যোগে তবলীগ করা হয়। ন্যূনাধিক দুই শত ব্যক্তিকে আহ্মদীয়তের বার্ত্তা পৌছান হয়।

কানালুর ও কালিকোটে ২২টি লেকচার দেওয়া হয়। সেলসেলা আহমদীয়ার সত্যতা, নজুলে মসিহ্, খতমে নবুওত প্রভৃতি বহু বিষয়ে গবেষনাপূর্ণ বক্তৃতা ও আলোচনা করা

হয় এবং লেখনি দ্বারা তবলীগের উদ্দেশ্যে 'সত্য—দূতন্' নামক পত্রিকায় ইস্‌লাম ও আহমদীয়ত সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়।

ত্রিবাঙ্কুরের কোন কোন ব্যক্তিকে পত্রযোগে তবলীগ করা হয়।

মালাবারে ইতিমধ্যে চারিজন লোক বয়েত করিয়াছেন। খোদাতা'লা মোবারক করুন। আমীন।

নাইজিরিয়া—মসজিদ সম্বন্ধে যে বিবাদ ছিল, উহাতে আমাদের সাপক্ষে ২৩শা অক্টোবর তারিখে রায় প্রদত্ত হইয়াছে এবং ৩৫ গিনি খরচ পাওয়া গিয়াছে। আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌।

ভারতের বাহিরে বিভিন্ন জমাতের প্রশংসনীয় আর্থিক কোরবানী

তাহরীক জদীদের ৪র্থ বর্ষের অঙ্গীকার পূর্ণ করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় জমাত সমূহ যেরূপ প্রচেষ্টা করিয়াছেন, সেইরূপ ভারতের বাহিরের জমাত সমূহও প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

গোল্ডকোষ্ট—পশ্চিম আফ্রিকার মোবাল্লেগ মৌলবী নজির আহমদ সাহেব জানাইতেছেন যে, নির্দ্ধারিত হারমতে চাঁদা দেওয়ার প্রতি বন্ধুগণ মনযোগী হইতেছেন। বর্ত্তমানে কোন ব্যক্তি গির্জ্জায় আর যায় না। এজন্য পাদরীরা আমাদের প্রতি বড়ই ক্ষেপা হইয়া পড়িয়াছেন। রিপোর্ট কালে একটি খৃষ্টান যুবক বয়েত করিয়াছেন এবং একজন গয়ের-আহমদী মোসলমানও আহমদী হইয়াছেন। আহমদীয়া সমাজ-সেবার দরুন স্থানীয় রাজ-কর্ম্মচারীরাও অত্যন্ত প্রীত। সিয়েরালিউনের পেরামাউন্ট্ চীফ গোল্ডকোষ্ট আগমন করেন। তাঁহাকে তবলীগ করা হইয়াছে। সিরালিউনে মুসলমান-সংখ্যা অধিক।

আল্লাহ্‌তা'লার ফজলে বন্ধুগণ সাগ্রহে মসজিদে আগমন করেন। ফজরের নামাজে প্রায় ২০০ বন্ধু যোগদান করেন।

পূর্ব্ব আফ্রিকার জমাত সমূহের মধ্যে **জাঞ্জিবারের** জমাত ৪র্থ বর্ষের জন্য ৩৬৩ শিলিং ওয়াদা করিয়াছিলেন। অক্টোবর মাসে তাহা সম্পূর্ণ আদায় হইয়াছে।

কম্পালার জমাত ৯২৮½ শিলিং মধ্যে ৭২০ শিলিং বয়তুলমালে জমা দিয়াছেন।

নিরোবী জমাত খোদাতা'লার ফজলে একটি বড় জমাত। স্ত্রীলোকদের আঞ্জোমন "লাজনায়-আমাইল্লাহ্‌র" অঙ্গীকার সমেত ৫১৭৬ শিলিং অঙ্গীকার ছিল। তন্মধ্যে ৩৬৩২ শিলিং বয়তুলমালে পৌছিয়াছে।

লণ্ডনস্থ জমাতের ওয়াদা ছিল ২৭০৲ টাকা। তন্মধ্যে ১৭০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

জাজাহুমুল্লাহু-আহ্‌সানাল্-জাজা

দেশীয় সংবাদ

কাদিয়ান—১৮ই নবেম্বর হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানী (আইয়েদাহুল্লাহু-তা'লা) তাহরীক জদীদের ৫ম বর্ষের চাঁদা সম্বন্ধে জুমার খোৎবায় ঘোষণা করেন। আল্লাহ্-তা'লার ফজলে সেই দিনই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চারি সহস্রেরও অধিক টাকার প্রতিশ্রুতি হুজুরের খেদমতে পৌছে। আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্।

এই খোৎবার অনুবাদ অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি, আমাদের বঙ্গীয় আহমদীয়া জমাত কোন অংশে পিছনে থাকিবে না এবং সকল শৈথিল্য ও জড়তা পরিহার পূর্ব্বক পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ ও উদ্যম সহ বেশীর চেয়ে বেশী অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক নিজেদের এখ্‌লাস ও ইমানের পরিচয় দিবেন। বন্ধুগণ সকলেই প্রস্তুত হউন। কোন আহ্‌মদী যেন এই তহরিক হইতে বাদ না পড়েন।

সিরতুন্নবীর (সাঃ) জলসা

আশা করি ১১ ডিসেম্বর সকল আহমদীয়া জমাতেই নিজ নিজ স্থানে মহা-নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) মহান জীবন-চরিত আলোচনা করার জন্য সভা করিয়াছেন। জমাতের প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারী সাহেবগণের খেদমতে নিবেদন এই যে, সত্বর এই সভার রিপোর্ট প্রাদেশিক আঞ্জোমনের অফিসে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

জেনারেল সেক্রেটারী
বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ

কাদিয়ান সালানা জল্‌সার চাঁদা

বন্ধুগণ অবগত আছেন যে, হজরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (আইঃ) সালানা জলসার চাঁদা শত করা ১৫৲ টাকা স্থলে হ্রাস পূর্ব্বক শতকরা ১০৲ টাকা ধার্য্য করিয়াছেন। এই চাঁদা মাসিক চাঁদার ন্যায় ফরজ। বন্ধুগণ সত্বর চাঁদা প্রেরণ করুন। সদরে অর্থের প্রয়োজন। বিশেষ অবগতির জন্য আমরা আহমদী ১৫ই ও ৩১শে আগষ্টের সংখ্যাদ্বয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

জেনারেল সেক্রেটারী
বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ

জুবিলী ফাণ্ডের চাঁদা প্রাপ্তি

অত্ত ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত জমাতসমূহ ও ভ্রাতাগণ হইতে জুবিলী ফাণ্ডের চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেক নামের সঙ্গে প্রাপ্ত চাঁদার পরিমাণ উল্লেখ করা গেল। আশা করি অন্যান্য বন্ধুগণ নিজ নিজ প্রতিশ্রুত চাঁদা সত্বর এক কালীন বা কিস্তিমত আদায় করিয়া পুন্য সঞ্চয় করিবেন। বিগত ৩০শে নবেম্বর তারিখের "আহমদীতে" প্রতিশ্রুতি দাতাগণের ফর্দ্দ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক আঞ্জোমনের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা উপরোক্ত ফর্দ্দ দেখিয়া নিজ নিজ এলাকার প্রতিশ্রুতি দাতাগণ হইতে তাঁহাদের প্রতিশ্রুত চাঁদা আদায় করিয়া সত্বর পাঠাইতে যত্নবান হইবেন।

জেনারেল সেক্রেটারী
বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ

১।	নাটোর (রাজসাহী)	আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়া	৫৲
২।	দেবগ্রাম-খড়মপুর (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া)	„ „	১৯৸৹
৩।	বগুড়া	„ „	৪২॥৹
৪।	ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া)	„ „	৬।৶৹
৫।	তাতার কান্দি	„ „	২৩।৹
৬।	বাঁকুড়া	„ „	৫৲
৭।	সিউড়ি	„ „	২৩॥৹
৮।	ঢাকা	„ „	১৯॥৵৹
৯।	ক্রোড়া	„ „	২৷৶৹
১০।	ঘাটুরা	„ „	৫।৹
১১।	রঙ্গপুর	„ „	১০০৲
১২।	নাটাই	„ „	৭৲
১৩।	মৌরাইল	„ „	৫৲
১৪।	তারুয়া	„ „	৩৲
১৫।	বাজিতপুর	„ „	১০৲
১৬।	মৌলবী আজীজুদ্দিন আহমদ সাহেব, মোবাল্লেগ, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ		৮৸৵৹
১৭।	মৌলবী মোহম্মদ সাঈদ সাহেব, মোবাল্লেগ, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ		৮।৹
১৮।	ডাক্তার আবুল হুসেন সাহেব, মনিরামপুর, নদীয়া		১০৲
১৯।	মৌলবী সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব, সাবরেজীষ্টার চিলমারি, রঙ্গপুর		৭৮॥৶৹
২০।	মুন্সি আবদুর রাহমান সাহেব, চেংতাল, ময়মনসিংহ		৭৲
২১।	মৌলবী আমীর হুসেন সাহেব, বগুড়া, নদীয়া		৫৲
২২।	মৌলবী আবুল ফয়েজ খান চৌধুরী, বি-এ, বি-টি, এডিনবার্গ		১৲
	মোট		৩৯৬।৶৹

নবী দিবস

ঢাকা—খোদাতা'লার বিশেষ অনুগ্রহে এবারকার ঢাকার নবী দিবসের মিটিং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জগন্নাথ কলেজ হলে ১১ই ডিসেম্বর এই সভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় লোকের সঙ্কুলন না হওয়ায় অনেক ভদ্রলোককে বারেন্দায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শ্রবণ করিতে হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার কিরণরঞ্জন কাননগু মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী বি-এ, রামকৃষ্ণ মিশনারী শ্রীমৎ স্বামী জপানন্দ জি, ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার সেন, ঢাকা ইন্‌টারমিডিয়েট্ কলেজের অধ্যাপক কাজী আবদুল অদুদ সাহেব, ঢাকা ইস্‌লামিক ইন্‌টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল মৌলবী তাহের জামিল, ঢাকা মিউজিয়মের কিউরেটর ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ, পি-এইচ ডি-প্রমুখ সুবিজ্ঞ বক্তাগণ হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) পবিত্র জীবন কথা, তাঁহার শিক্ষার উদারতা ও বিশ্বজনীনতা এবং ঈদৃশ সভাসমিতির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়া বক্তৃতা শ্রবণ করেন। সভা ভঙ্গের পরেও কতিপয় বিশিষ্ট লোক তথায় থাকিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জমনে আহমদীয়ার সেক্রেটারী মহোদয়ের সহিত বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঈদৃশ সভার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারীতা সম্বন্ধে আলাপ করেন এবং এই অনুষ্ঠানের জন্য আহমদীয়া সম্প্রদায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আহমদী পাড়া—আহমদী পাড়া (ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া) আঞ্জোমনে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট মুন্সি আবদুল করীম সাহেব জানাইয়াছেন যে, ১১ই ডিসেম্বর তারিখে আহমদী পাড়ায় নবী-দিবস উপলক্ষে এক সভার অধিবেশন হয়। পাঞ্জাব নিবাসী জোনাব হেকীম আবদুল আজিজ সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় বহু হিন্দু, মুসলমান ও আহমদী নরনারী যোগদান করেন। সভার প্রারম্ভে মোসাম্মত শহিদুন্নেছা নাম্নী ছয় বৎসর বয়স্কা একটি আহমদী বালিকা অতি সুললিত স্বরে কোরান পাঠ করে। অতঃপর মৌলবী আলী আনোয়ার সাহেব, মৌলবী আউছাফ আলী সাহেব (উকীল), বাবু মণীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মৌলবী আজীজুদ্দীন আহমদ, মৌলবী সৈয়দ সাইদ আহমদ প্রমুখ বক্তাগণ, বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায় হজরত মোহম্মদ" বিষয় বিশদ ভাবে বর্ণনা করতঃ শ্রোতাগণকে মুগ্ধ করেন।

কলিকাতা—খোদাতা'লার ফজলে এবারকার কলিকাতার নবী-দিগের মিটিংও অতি সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আলবার্ট হলে সভার অধিবেশন হয়। কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র এড্‌ভোকেট শ্রীযুত সন্তোষ কুমার বসু এম-এ, বি-এল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

উপস্থিত শ্রোতাগণের মধ্যে মৌলানা মোহাম্মদ ইয়ার আরীফ—ভূতপূর্ব্ব লণ্ডন মিশনারী, মীরজা জাফর আহমদ বার-এট্‌-ল, খান বাহাদুর মৌলবী আহ্‌সান উল্লাহ্‌-রিটায়ার্ড এসিসটেণ্ট ডি-পি-আই, মৌলবী সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসীম এম-এল-এ, আবদুর রাজ্জাক মালীহাবাদী—'হিন্দ' পত্রিকার এডিটার, মৌলানা ডাক্তার সানাউল্লাহ এম-এ, পি-এইচ-ডি, বার-এট-ল, এম-এল-এ, মিষ্টার আরদেশের ডিন্‌শ বি-ই-এ এম-আই-ই, প্রফেসার হুমায়ুন কবীর বি-এ অক্সন, এম-এল-এ, প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়-গণের নাম উল্লেখ-যোগ্য।

সভাপতি মহোদয় তাঁহার বক্তৃতায় ইসলামের শিক্ষার উদারতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ডাক্তার কালীদাস নাগ তাঁহার বক্তৃতায় ইসলামের ঐক্য ও সাম্যের সুখ্যাতি করেন। ডাঃ সানাউল্লাহ, মৌলানা মোহাম্মদ ইয়ার আরীফ ও মৌলবী দৌলত আহমদ খাঁ বি-এল ধর্ম্ম-বিষয়ে ইসলামের উদারতার উল্লেখ করতঃ বলেন যে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে প্রত্যেক মোসলমান জগতের সমস্ত নবীগণকে স্বীকার ও ভক্তি করিতে বাধ্য।

মিস পুণ্য লেখা মিসেস মায়া প্রভা চক্রবর্ত্তী ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সার্ব্বজনীনন প্রেম এবং নারীর উচ্চ স্থানের কথা উল্লেখ করেন।

প্রফেসার হুমায়ুন কবীর এবং মিষ্টার আরদশের ডিন্‌-শও উক্ত সভায় বক্তৃতা প্রদান করতঃ শ্রোতৃবর্গকে আপ্যায়িত করেন।

আল্লাহ্‌তা'লা নবীদিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সকল সভাগুলিকেই বা-বরকত করুন—আমীন!

—ঈদ-উলফেতর—

ত্রিশ দিনের কাতর দোয়ার পরে
ঈদ-উলফেতর এসে সবার ঘরে
নবীন চাঁদের হাসি-ঐ
মোমেন মুখে ফুটছে-ঐ
মা ঢেলে দেয় আদর—সেঁওয়াই
সরল ছেলের মুখে
ঈদের খুসী গায় মোবারক
মুছলমানীর বুকে।
জমাত জুড়া সবুজ মাঠের বুক
শান্ত করে নীল আকাশের চোখ
টুপি জামার ঝকমকি
কুল মুছলমান আনল কি
হারিয়ে যাওয়া রওণকের সেই
ছোলতানা'তের তাজ
উঠল কি ঢেউ মোবারকের
উঠছে যেমন আজ!

খোত্‌বা খতম মিলন-মোবারক
মোমেনগণে ঈদের তাবাররক
দান করে যায় মান ভুলে
মুখ বুজে দেয় বুক খোলে
মিলন সুখের সুর এনে দেয়
খোশ খবরীর গান—
ঈদ আনন্দে মাতিয়ে আবার
জাগরে মুছলমান।
জাগিয়ে গেল বিরাট সুখের সাড়া
ঈমান যাদের জাগল কেবল তারা
আসবে খুসীর বাদশাহী
ঈদ হামেশার এই চাহি
চাই আজিকার ঈমানী রঙ্গ
রইবে নিরবধি—
ঈদ-মোবারক আনল যে তাই
মোমেন, আহ্‌মদী। —অ'বেদা।

খোদ্দামুল আহমদীয়া

এতদ্বারা মোকামী আঞ্জোমনের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী সাহেবগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বরগণ তাঁহাদের আঞ্জোমনে কার্য্য করিতে গেলে, তাঁহারা তাঁহাদিগকে সর্ব্ব-বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে যত্নবান হইবেন এবং খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বরগণ তাঁহাদের আঞ্জোমনে যে যে কার্য্য করেন তাঁহার এক রিপোর্ট অত্র অফিসে পাঠাইবেন। এ সম্বন্ধে এই সংখ্যায় প্রকাশিত হজরত আমিরুল মোমেনীনের (আইঃ) খোৎবার বঙ্গানুবাদ ৫১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

জেনারেল সেক্রেটরী বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— ——— "তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন ...এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"— হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ্‌মদ** (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে :—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজা' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা,
(বেঙ্গল)

বহুমূত্রের মহৌষধ

মহাপুরুষ প্রদত্ত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার
দ্বারা প্রশংসিত
শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেনগুপ্ত,
বামাকুটীর, পোঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া (এ-বি-আর)

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা		মাসিক		১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম		"		৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম		"		৪৲
সিকি কলম		"		২।।০
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ		পৃষ্ঠা	মাসিক	২০৲
"	"	" অর্দ্ধ	" "	১২৲
"	"	৩য় পূর্ণ	" "	২০৲
"	"	" অর্দ্ধ	" "	১২৲
"	"	৪র্থ পূর্ণ	" "	৩০৲
"	"	" অর্দ্ধ	" "	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহ্‌মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত লিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌঁছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম		মূল্য
Extracts from the Holy Quran	...	12 *as.*
Ahmed, His Claims and Teachings	...	8 *as.*
The Teachings of Islam		4 *as.*
Islam and its Comparison with other religions		12 *as.*
(Paper bound	...	8 *as.*)
The Imam of the Age	...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet	...	2 *as*
The Future Religion of the World	...	2 *as.*
The Message from Heaven		1 *a.*
ধর্ম্ম সমন্বয়	...	।০
আহমদীয়া মতবাদ	...	।০
ইমামুজ্জমান	...	৵০
আহমদ চরিত	...	।০
চশ্‌মায়ে মসিহ	...	।০
জজ্‌বাতুল হক (উর্দ্দু)	...	।০
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান	...	৵০
প্রীতি-সম্ভাষণ	...	৴০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম	...	৲১৫
তহকীক-উদ্দীন	...	৲১০
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ	...	৲৫
আমালেসালেহ্‌ (উর্দ্দু)	...	৸০

দ্রষ্টব্য—এজেণ্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহ্‌মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan B. A.
from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).

Neogadine Cod-liver oil